NITI MALA

—o—

Moral Lessons

Compiled from Aksir Hadayet an Urdu Work

FIRST PART

—o—
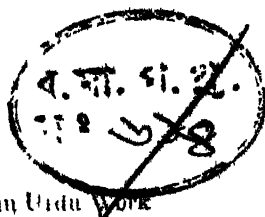
TRANSLATED INTO BENGALI

A Revised and Improved

Edition

নীতিমালা।

প্রথম ভাগ।

—o—

উর্দ্দু পুস্তক আকসির হেদায়েত হইতে সঙ্কলিত।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে

প্রকাশিত।

১৮৮২। ২১শে মে।

সূচীপত্র।

বিজ্ঞাপন।

নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক প্রসিদ্ধ পারস্য গ্রন্থ কিমিয়াসাদতের উর্দ্দু অনুবাদ আক্সিরহেদায়েত নামক পুস্তক হইতে এই প্রথম-ভাগ নীতিমালার প্রবন্ধ সকল গ্রহণ করা গেল। ইহা অনুবাদ মাত্র, কিন্তু সর্ব্বাংশ সম্পূর্ণ অবিকল অনুবাদ নহে। অপিচ মূল প্রবন্ধের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। বিষয়গুলি সমুদায়ই বিশুদ্ধ নীতিপূর্ণ ও মহামান্য ধার্ম্মিক পুরুষদিগের উপদেশ ও জীবনের দৃষ্টান্ত সম্বলিত। ইহার প্রায় প্রবন্ধই কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সুলভ সমাচার পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় ঈদৃশী নীতি বাক্যাবলীর অভাব দেখিয়া এবং কোন কোন বন্ধুকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এইক্ষণ পুস্তকাকারে প্রকাশে বাধ্য হইলাম। যথোচিত উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে দ্বিতীয়ভাগ সঙ্কলনে যত্নবান্ হইব। নীতিশিক্ষার অভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতেছে। আশাকরি যে এরূপ পুস্তক চরিত্র সংশোধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইবে। বালক বালিকার সুখ বোধের জন্য পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল করিতে বিশেষ প্রয়াস পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থানুবাদক।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এইবারে "ঈশ্বরেরপ্রতি কর্ত্তব্য" ও "ধর্ম্মবন্ধুরপ্রতি কর্ত্তব্য" এই দুইটি বিষয় অধিক সন্নিবেশিত হইল। এজন্য পুস্তকের আকার বর্দ্ধিত হওয়াতে মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করাগেল। এবার প্রবন্ধ সকলের স্থানে স্থানে সংশোধন করা গিয়াছে এবং কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

অনুবাদক।

ঈশ্বরেরপ্রতি কর্ত্তব্য।
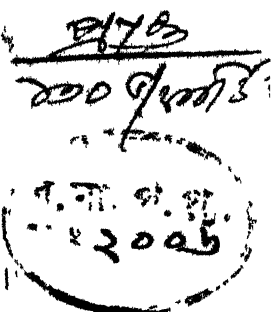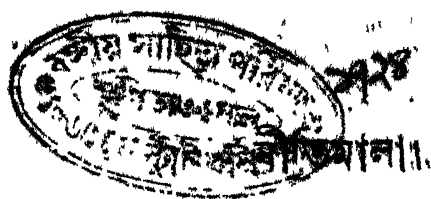
তোমার জঠরে যে শক্তি ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করে তাহা পাচক সদৃশ, এবং যে শক্তি হৃৎপিণ্ডে বিশুদ্ধ অম্লরস স্থাপন ও অন্ত্রে অসার ভাগ প্রেরণ করে তাহা তৈলকার সদৃশ, যে শক্তি সেই অন্ন রসকে রক্তে পরিণত করে তাহা বর্ণকার সদৃশ, যে শক্তি নারীর বক্ষে রক্তকে শুভ্র দুগ্ধ করে তাহা রজক সদৃশ, যে শক্তি হৃৎকোষ হইতে জলাকর্ষণ করিয়া মুত্রাধারে স্থাপন করে তাহা জল বাহক সদৃশ, যে শক্তি দূষিত অসার ভাগকে বাহিরে নিক্ষেপ করে তাহা মলাকর্ষী (মেথর) সদৃশ, যে শক্তি শরীরের ভিন্ন২ প্রকৃতিকে সামঞ্জস্য ও সাম্যাবস্থায় রাখে তাহা ন্যায়বান দলপতি সদৃশ। এইরূপ অনেক আছে, অধিক লিখা বাহুল্য। পাঠক, এবিষয়ে তোমার একটু চিন্তা আকৃষ্ট হয়, এই উদ্দেশ্যে এই কয়েকটির উল্লেখ করা গেল। ভাবিয়া দেখ, তোমার শরীরে কত বিভিন্ন প্রকৃতির শক্তি তোমার সেবাতে নিযুক্ত, আর তুমি অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছ, ইহারা এক মুহূর্ত্ত তোমার সেবা হইতে বিরত নহে, তুমি ইহাদিগের সংবাদ লইতেছ না। যিনি ইহাদিগকে তোমার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তুমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেছ না। যদি কেহ একদিন আপন দাসকে তোমার সেবাতে প্রবর্ত্তিত করেন, তুমি চিরজীবন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক। এদিকে যিনি শত সহস্র সেবিকা তোমার দেহে তোমার

সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন, চিরজীবন এক মুহূর্ত্তকাল তাঁহারা তোমার সেবা হইতে বিরত নহে, তুমি তাঁহাকে স্মরণ কর না। পাঠক, সেই করুণাময় ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে প্রণাম কর, সর্ব্বদা ভক্তি কর, তিনি তোমার প্রতি অবিশ্রান্ত এত করুণা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহার প্রশংসা কর।

সাধারণ মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য।

সাধারণ মনুষ্যজাতির প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য, ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম। মনুষ্য যাহা নিজের সম্বন্ধে ভাল না বাসেন, তাহা যেন অপর লোকের সম্বন্ধে মনোনীত না করেন। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, 'মনুষ্যজাতি একটী দেহ স্বরূপ। দেহের এক অংশে ব্যথা হইলে যেমন অপরাপর অংশেও আরাম থাকে না, সেইরূপ এক মনুষ্যের দুঃখ হইলে অপর মনুষ্যেরও ক্লেশ হওয়া স্বাভাবিক।' তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে 'অন্যে যে প্রকার ব্যবহার করিলে তুমি অসন্তুষ্ট হও, তুমিও অন্য লোকের প্রতি সে প্রকার ব্যবহার করিও না।' মুসা নিবেদন করিয়াছিলেন, 'প্রভো! তোমার দাসের মধ্যে সুবিচারক কে?' ঈশ্বর বলিলেন, 'যে ব্যক্তি আপনাকে দিয়া বিচার করে।'

২। কাহারও নিকট অহংকার করিবে না। যেহেতু পরমেশ্বর অহংকারীর প্রতি অপ্রসন্ন থাকেন। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে 'আমার প্রতি পরমেশ্বরের এইরূপ আদেশ যে 'তুমি বিনীত হও, তাহা হইলে তোমার দৃষ্টান্তে কেহ অন্যের প্রতি গর্ব্বিত হইবে না।' এজন্য তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ অনাথা স্ত্রীলোক ও দুঃখী গরিবদিগকে সঙ্গে করিয়া চলিতেন এবং তাহাদের মনোরথ পূর্ণ করিতেন। কাহাকে ঘৃণার চক্ষে

দেখা কর্ত্তব্য নয়। এমন হইতে পারে, তুমি যাঁহাকে ঘৃণা করিতেছ, তিনি একজন ঈশ্বরের পরম ভক্ত, তুমি চিনিতে পার নাই।

৩। কাহারও নিন্দা বাক্য শ্রবণ করিবে না। সাধু লোকের কথা শুনিবে, নিন্দুক লোক সাধু নয়। শাস্ত্রে লেখা আছে যে, কোন নিন্দুক স্বর্গে যাইতে পারিবে না। তোমার সাক্ষাতে যে ব্যক্তি অন্য লোকের নিন্দা করিবে, মনে রাখিও সে অপর লোকের নিকটে যাইয়া তোমারও নিন্দা করিবে। নিন্দুক হইতে দূরে থাকা আবশ্যক এবং তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করা কর্ত্তব্য।

৪। লোকের দোষ মার্জ্জনা করিবে। মহাত্মা ইসফ্‌কে পরমেশ্বর বলিয়াছিলেন, 'তুমি ভ্রাতাদিগকে ক্ষমা করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে অধিক গৌরবান্বিত করিয়াছি।' শাস্ত্রে এরূপ লিখিত আছে 'যদি তুমি ভ্রাতাকে ক্ষমা কর, ঈশ্বর ও তোমার সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।' কোন বন্ধুর সঙ্গে তিন দিনের অধিক কথা বার্ত্তা ক্ষান্ত রাখিবে না। বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে প্রথমে তাঁহাকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য।

৫। সাধ্যানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে শিষ্টাচরণ করিবে। তাহাতে ভাল লোক মন্দ লোক বিচার করিবে না। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে, সদ্ব্যবহারের অনুপযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গেও তুমি সদ্ব্যবহার করিতে উপযুক্ত হইবে। শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ হইয়াছে যে, লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করা, সাধু অসাধু সকলের উপকার করা, যথার্থ বুদ্ধির কার্য্য। কেহ আলাপ করিবার সময়ে মহাত্মা মোহম্মদের হস্ত ধারণ করিলে যে-পর্য্যন্ত সে হাঁত ছাড়িয়া না দিত তিনিও ছাড়িতেন না। কেহ তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি সম্পূর্ণরূপে

তৎপ্রতি মনোযোগী হইতেন, যেপর্য্যন্ত কথা শেষ না হইত, তিনি সেই পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতেন।

৬। বৃদ্ধকে সম্মান করিবে ও বালককে স্নেহ করিবে। মোহম্মদ বলিয়াছেন যে "যে ব্যক্তি বৃদ্ধকে সম্মান করে না ও বালককে স্নেহ করে না, সে আমার ধর্ম্মমতাবলম্বী নহে। শুক্ল মস্তক বৃদ্ধের প্রতি সম্মান ঈশ্বরকে সম্মান করার তুল্য।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "যে যুবক বৃদ্ধকে মান্য করে, ঈশ্বর এরূপ সহায়তা করেন যে সেও বৃদ্ধের সম্মানপ্রাপ্ত হয়।" মহাত্মা মোহম্মদ যখন বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন সকললোক শিশুগণকে আনিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিত। তিনি কাহাকে স্নেহ করিয়া আপন বাহনের অগ্রে কোন কোন বালককে বা পশ্চাৎভাগে বসাইতেন। একদিন একটী ছোট বালককে তিনি গ্রহণ করিয়া তাহার নামকরণ করিলেন, ও তাহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন ও তাহাকে ক্রোড়ে বসাইলেন। যখন কোন বালক ক্রোড়ে প্রস্রাব করিত, তখন অন্যলোক তাহা দেখিয়া তাঁহার ক্রোড় হইতে গ্রহণ করিতে চাহিত। তিনি বলিতেন তাহাকে থাকিতে দেও, সে প্রস্রাব করিয়া লউক, তাহার প্রস্রাবে বাধা দিও না। বালক বা মনক্ষুণ্ণ হয় এই মনে করিয়া তিনি তাহার সাক্ষাতে প্রস্রাব ধৌত করিতেন না। সে বাহিরে চলিয়া গেলে ধৌত করিতেন। যদি বালক অতিশয় শিশু হইত, তবে তাহার প্রস্রাবে জল ঢালিয়া দিতেন এবং বসিয়া থাকিতেন।

৭। সকল লোকের সঙ্গে প্রফুল্লতা ও উদারভাব রক্ষা করিবে। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে "ঈশ্বর সরল ও প্রফুল্ল চিত্ত লোককে প্রেম করেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে "সাধুকার্য্য ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের কারণ, সেই সাধুকার্য্য উদার-

ভাব, পরোপকার ও মিষ্ট বচন। একদিন হজরত মোহম্মদ এক সংকীর্ণ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, ইতিমধ্যে একটী গরিব স্ত্রীলোক তাঁহার গতিরোধ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায় এবং বলে "আপনাছারা আমার কিছু কায আছে।" তিনি বলিলেন "এই গলির যেস্থানে ইচ্ছা তুমি বস আমিও তোমার সঙ্গে বসিব।" সে বসিয়া গেল তিনিও বসিলেন। যেপর্য্যন্ত সে সমুদায় কথা শেষ না করিল তিনি সে পর্য্যন্ত তাহার নিকটে রাস্তায় বসিয়া রহিলেন।

৮। কাহার সঙ্গে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবে না। ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে-যে, যে ব্যক্তির নিম্নলিখিত তিনটী বিষয় আছে সে নমাজ পড়িলে রোজা পালন করিলেও নারকী। প্রথম মিথ্যা বলা, দ্বিতীয় অঙ্গীকার লঙ্ঘন করা, তৃতীয় বিশ্বাসঘাতকতা করা।

৯। প্রত্যেক ব্যক্তিকে পদানুসারে সম্মান করিবে। যে ব্যক্তি উচ্চপদস্থ তাহাকে অধিক মান্য করিবে। যখন কোন ব্যক্তি ভাল পোষাক, হাতী ঘোড়া, সোওয়ারি ও সাজ সজ্জা রাখে তখন মনে করিবে সে বড়লোক। মহাত্মা মোহম্মদের সহধর্ম্মিণী মহামান্যা আয়েসা যখন দেশভ্রমণে ছিলেন, একদিন আহার করিবার সময়ে এক ফকির আসিয়া তাঁহার নিকটে এক খণ্ড রুটী চায়। ইতিমধ্যে এক জন উট সওয়ারও আসিয়া উপস্থিত হয়, আয়সা তাঁহাকে ডাকিতে বলিলেন। নিকটস্থ লোকেরা বলিল একি আপনি যে ভিক্ষুককে ছাড়িয়া আগে ধনীকে ডাকিলেন? আয়াসা "বলিলেন পরমেশ্বর প্রত্যেককে এক এক প্রকার পদ প্রদান করিয়াছেন, আমাকে পদানুরূপ ব্যবহার করিতে হইবে।" এক জন ফকির এক খণ্ড রুটীতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, ধনীর সঙ্গে তদ্রূপ করা উচিত নহে। তাহার সঙ্গে সেরূপ করিবে যাহাতে সে সন্তুষ্ট হয়। ধর্ম্ম পুস্তকে

লিখিত হইয়াছে যে "যখন কোন দলের প্রধান লোক তোমার নিকটে আগমন করে, তুমি তাহার সম্মান করিও।" বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে মহাত্মা মোহম্মদ এরূপ সম্মান করিতেন যে তাহারা আগমন করিলে আপনার চাদর তাঁহাদের বসিবার জন্য প্যাতিয়া দিতেন। এক বৃদ্ধা সেই মহাত্মাকে শিশুকালে লালন পালন করিয়াছিল, সে তাঁহার নিকটে এক সময়ে উপস্থিত হয়। তিনি আপনার চাদর বিছাইয়া তাহার উপর তাহাকে বসাইলেন এবং বলিলেন "মা! তোমার যাহা ইচ্ছা, আমার নিকটে চাও, আমি তাহা তোমাকে দিব।" পরে কিছু ধন তাহাকে প্রদান করিয়া বিদায় করেন।

১০। লোকে পরস্পরের প্রতি রাগদ্বেষ রাখিতেছে দেখিলে যাহাতে তাহাদের মধ্যে মিলন হয় তাহার চেষ্টা করিবে। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন "নমাজ রোজা অপেক্ষা কোন্ কায বড় আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিব।" সকলে নিবেদন করিল তাহা কি? তিনি বলিলেন "লোকের মধ্যে সদ্ভাব করিয়া দেওয়া।"

১১। অন্যের প্রতি অপবাদ দানের পথ হইতে দূরে থাকিবে, অন্য লোককে মনের মন্দ ভাব হইতে ও জিহ্বার দোষ হইতে রক্ষা করিবে। যেহেতু যে ব্যক্তি অন্য কাহারও এই সকল দোষের কারণ হয়, সে ব্যক্তি নিজেও এই দোষের কারণ হয়। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন যে "সে কেমন লোক যে আপন মা বাপকে গাল দেয়।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে মহাপুরুষ! ইহা কখন হয়, যে নিজের মা বাপকে কেহ নিজে গাল দিয়া থাকে? তিনি বলিলেন, "যে ব্যক্তি অন্যের মা বাপকে গাল দেয় সে আপনার মা বাপকেও গাল দেয়। যেহেতু সেই অন্য লোক ঐ গালিতে সচরাচর তাহার

মা বাপকেও গাল দিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, অপবাদ ঘটিতে পারে এমতভাবে থাকে, ও লোকে তাহার চরিত্রে সন্দেহ করে সেই ব্যক্তি তজ্জন্য সেই সন্দেহকারী লোককে তিরস্কার করিতে পারে না, মহাত্মা মোহম্মদ রমজান মাসের শেষভাগে এক মসজিদে আপন সহধর্ম্মিণী সফিয়ার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি তাহাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন "ইনি আমার স্ত্রী।" ইহা শুনিয়া সফিয়া নিবেদন করিলেন, "নাথ! লোকে অন্য লোকের সম্বন্ধে যে প্রকার মন্দ ভাব পোষণ করুক না কেন, আপনার সম্বন্ধে কখন করিতে পারে না।" তিনি বলিলেন "রক্ত যেমন মানুষের শরীরে বেড়াইয়া বেড়ায়, মনে করিও শয়তানও সেইরূপ।" মহাত্মা ওমর এক দিন রাস্তার প্রান্তে এক ব্যক্তিকে একটী স্ত্রী লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন দেখিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল, "মহাত্মান্! ইনি আমার স্ত্রী।" ওমর বলিলেন, "এমন স্থানে কেন তাঁহার সঙ্গে আলাপ কর না যাহাতে কাহার চক্ষু না পড়ে।"

১২। যদি তোমার প্রচুর সম্পদ্ থাকে, তথাপি কাহাকেও পরিশ্রম যত্ন করিতে বিমুখ রাখিবে না। মহাপুরুষ মোহম্মদ আপন ধর্ম্ম বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন "তোমরা তোমাদের বাঞ্ছিত বস্তু আমার নিকট চেয়ে থাক, সেই জিনিষ আমার অন্তরে জন্মে। আমি দিতে চাহি. কিন্তু দিতে বিলম্ব করি, তাহার কারণ এই যে তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং চেষ্টা করুক, সেই চেষ্টার পুরস্কার পাউক এই আমার ইচ্ছা।" তিনি আরও বলিয়াছেন, যত প্রকার ধর্ম্ম উদ্দেশে দান আছে

তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান কাহার প্রাণ রক্ষা করা কাহার উপকার করা, কাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করা।

১৩। যদি শুনিতে পাও কাহারও বিরুদ্ধে কেহ অন্যায় বলিতেছে ও তাহার সম্মান ও সম্পদের ক্ষতি করিতে চেষ্টা করিতেছে, এবং সেই ব্যক্তি অনুপস্থিত, তবে তুমি স্বয়ং প্রত্যুত্তর করিবার জন্য,তাহার প্রতিনিধি হইবে এবং এই দৌরাত্ম্য হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন যখন কেহ কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিন্দা করে, তাহার মানের হানি করিতে চেষ্টা করে সে সময় যে লোক সেই অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিতে থাকে ঈশ্বর সেই পক্ষ সমর্থন কারীর বিপদের সময় সহায় হন। যখন কোন ব্যক্তির অপমান হইতে থাকে তখন যে সাহায্য করিতে বিমুখ হয় সেই ব্যক্তি সাহায্য যখন আবশ্যক হইবে, ঈশ্বর তখন তাহাকে বঞ্চিত রাখেন।

১৪। গরিব লোকের (দীনাত্মার) সঙ্গে সহবাস ও বন্ধুতা করিবে, বড় লোকের সঙ্গে নয়। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন, 'যে মৃত ব্যক্তির নিকট যাইয়া বসিও না।' লোকে জিজ্ঞাসা করিল 'মৃত কাহারা।' বলিলেন 'ধনী বড় মানুষেরা।' মহারাজ সোলেমান যেখানে গরিব লোক দেখিতেন সেইখানে যাইয়া বসিতেন এবংবলিতেন গরিবের নিকটে গরিব বসিয়াছে। মহাপুরুষ ঈশাকে লোকে গরিব বলিয়া ডাকিলে যেরূপ সন্তুষ্ট হইতেন এরূপ অন্য কিছুতেই হইতেন না। মহাত্মা মোহম্মদ এই প্রকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন 'ঈশ্বর তুমি যত দিন আমাকে জীবিত রাখিবে গরিব করিয়া রাখিও গরিবের অবস্থাতে যেন মরি, পরলোকে যেন গরিবের সঙ্গে থাকি।' মহাপুরুষ মুশা প্রার্থনা করিয়াছিলেন 'পরমেশ্বর! আমি তোমাকে কোথায় অন্বেষণ ক-

রিব ?" তখন আদেশ হইয়াছিল যে "গরিবের ভগ্ন অন্তরে অন্বেষণ করিও।"

১৫। লোকের মন সন্তুষ্ট রাখিতে ও তাহাদের বাসনা পুর্ণ করিতে চেষ্টা করিবে। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, "যে ব্যক্তি অন্যের উপকার করে, সে যেন সমুদায় জীবন দানে ঈশ্বরের সেবা করে। যেব্যক্তি অপরকে জ্ঞান দান করিবে ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞান দান করিবেন।" তিনি আরো বলিয়াছেন যে, "যেব্যক্তি একদণ্ডের জন্য কোন লোকের সেবা করিবার উদ্দেশে গমন করে, সে তাহা করিতে পারুক আর না পারুক সেই এক দণ্ড তাহার সম্বন্ধে দুইমাস মস্‌জেদে সাধনারজন্য থাকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, "যেব্যক্তি কোন শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দান করে, কোন অত্যাচারগ্রস্তকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করে, ঈশ্বর তাহাকে তাহার অনেক গুন অধিক পুরস্কার প্রদান করেন।" পুনর্ব্বার বলিয়াছেন "তুমি আপন ভাইয়ের উপকার কর, সে অত্যাচারগ্রস্ত হউক বা অত্যাচারী হউক না কেন।" লোকে নিবেদন করিল "হে প্রেরিত মহাপুরুষ! অত্যাচারীর উপকার কিরূপে করিব?" তিনি বলিলেন "তাহাকে অত্যাচার করিতে দিবে না এই তাহার সম্বন্ধে উপকার।" তিনি আবার বলিয়াছেন "লোকের মন প্রসন্ন রাখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা।" আরো বলিয়াছেন "পাপের মধ্যে দুইটী জঘন্য পাপ। এক ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার না করা, ২য় মনুষ্যকে ক্লেশ দান করা। দুইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। এক, অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাসী হওয়া, দ্বিতীয় লোককে সুখীকরা।" আরও বলিয়াছেন "লোকের জন্য যাহার দুঃখ হয় না আমি তাহাকে আমার সম্প্রদায়ের লোক বলিনা।" মহাত্মা মারুফ কোরখী বলিয়াছেন যে "যেব্যক্তি প্রতি দিন তিনবার এইরূপ প্রার্থনা করে যে হে পরমেশ্বর! "লোকের

প্রতি তুমি সদয় হও, হে পরমেশ্বর! লোকদিগকে তুমি পরিত্রাণ কর সেই প্রার্থি।”

১৬। যাহার নিকটে যাইবে, কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাহাকে নমস্কার (সলাম) করিবে ও তাহার করতল স্পর্শ করিবে। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে “যে ব্যক্তি নমস্কার না করিয়া কথা বলে, তাহার উত্তর দিবে না।” যখন অন্যের গৃহের ভিতরে যাও তখন নমস্কার করিবে, যখন গৃহ হইতে বাহির হও তখন নমস্কার করিবে। কেহ বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার মুখ চুম্বন করা ও তাহাকে আলিঙ্গন করা বিধি। মহাপুরুষ মোহম্মদ সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হওয়াকে ভালবাসিতেন না। মহাত্মা ওনস বলিয়াছেন যে “মহাপুরুষ মোহম্মদ অপেক্ষা আমার অধিকতর প্রিয় কেহই নয়, আমি তাঁহার সম্মানের জন্য কখন দণ্ডায়মান হই নাই, আমি বোধ করিতাম যে তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইতেন না।” কিন্তু যে স্থলে এরূপ রীতি দাঁড়াইয়াছে, সে স্থানে কাহারও সম্মানের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া অন্যায় নহে। কিন্তু কাহারও সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকা নিষেধ। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন যে “যে ব্যক্তি এরূপ ভালবাসে যে লোকে তাহার সাক্ষাতে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকুক, আর, সে স্বয়ং বসিয়া থাকে, বলিয়া দেও সে যাইয়া তাহার স্থান নরকে অন্বেষণ করুক।”

১৭। রোগীর তত্ত্ব করিবে। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন যে “যে ব্যক্তি রোগীর তত্ত্বানুসন্ধান ও শুশ্রূষা করিবে তাহার স্বর্গ লাভ হইবে।” প্রথমতঃ রোগীর নিকটে যাইয়া তাহার হস্ত বা কপালের উপর হাত রাখিয়া অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে। পরে “যে পরমেশ্বর অদ্বিতীয় নিঃস্বার্থ, যিনি জন্ম গ্রহণ করেন নাই, যাঁহার সদৃশ কিছুই নাই, তোমার জন্য আমি সেই প্রভুর

শরণাপন্ন হই।” এই বচনটী পড়িবে। রোগীর কর্ত্তব্য যে এই প্রার্থনাটী করেন “আমার অন্যায়াচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমি পরমেশ্বরের মহিমা এবং শক্তির শরণাপন্ন হই”। রোগী যেন রোগ যন্ত্রণায় ঈশ্বর নিন্দা না করেন। ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত আছে যে যখন কেহ পীড়িত হয়, তখন ঈশ্বর দুই ফেরেস্তা তাহার উপরে নিযুক্ত করেন যে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে যখন কেহ রোগীকে দেখিতে আসেন ‘রোগী ঈশ্বর নিন্দা করে, না ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। যদি রোগী কৃতজ্ঞ থাকে এবং বলে আল্‌হম্‌দোল্লা (ধন্য ঈশ্বর) ঈশ্বর আজ্ঞা করেন আমার এক্ষণ কর্ত্তব্য যে যদি এই দাসকে আমি ইহলোক হইতে গ্রহণ করি স্নেহের সহিত গ্রহণ করিব ও স্বর্গ লোকে পঁহুছাইব, যদি আরোগ্য দান করি, তাহাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাহার অপরাধ সকলও ক্ষমা করিব, পূর্ব্বে তাহার যে রক্ত মাংস ছিল তাহা আর থাকিবে না। রোগীর পক্ষে এই কর্ত্তব্য যে ঈশ্বর নিন্দা করিবে না অধীর হইবে না ও এই আশা রাখিবে যে এই রোগ পাপের প্রায়শ্চিত্তের কারণ হইবে। যখন ঔষধ সেবন করিবে যিনি ঔষধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি নির্ভর করিবে, ঔষধের প্রতি নয়। যিনি রোগীকে দেখিতে যাইবেন তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে রোগীর নিকট অনেক ক্ষণ না বসেন, অনেক কথা জিজ্ঞাসা না করেন, তিনি রোগীর রোগের জন্য আপনাকে দুঃখিত দেখাইবেন, রোগীর গৃহের প্রকোষ্ঠাদি ও প্রাচীর দেখিয়া বেড়াইবেন না। যখন রোগীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইবেন, প্রবেশের জন্য অনুমতি চাহিবেন। দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিবেন না, এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। দ্বারে ধীরে ধীরে আঘাত করিবেন। “ওরে চাকর” এই বলিয়া চেঁচাইয়া ডাকিবেন না।

১৮। গোরস্থানে শব লইয়া যাইবার কালে এই কর্ত্তব্য।। কোন কথা বলিবে না, হাস্য করিবে না, মৃত্যুকে স্মরণ করিবে, শিক্ষা লাভ করিবে। কতকগুলি লোক কোন মৃত আত্মীয়ের জন্য শোক করিতেছিল, তাহা দেখিয়া এক জন ধার্ম্মিক বলিলেন "তোমার নিজের জন্য তাবিত হও। মৃত ব্যক্তি তো তিন প্রকার ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে মৃত্যু মুখ দর্শন করিয়াছে, মৃত্যুর কষ্ট ভোগ করিয়াছে, ইহলোক পরিত্যাগের ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছে।'

১৯। গোরস্থানে গোর দেখিতে যাইবে। তথায় যাইয়া মৃত ব্যক্তির পাপ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিবে। জ্ঞানলাভ করিবে এবং মনে করিবে যে ইনি পূর্ব্বে গিয়াছেন, আমাকেও শীঘ্র যাইতে হইবে। শূফিয়ান সুবী বলিয়াছেন যে "যে ব্যক্তি বার বার কবর স্মরণ করিবে তাহার কবর স্বর্গের উদ্যান হইবে, যে ভুলিয়া থাকিবে তাহার কবর নরকের কুণ্ড হইবে।" এক ব্যক্তি আপন গৃহে এক কবর খুদিয়া রাখিয়াছিলেন, যখন মন শিথিল হইয়া পড়িত তখন তিনি সেই কবরে যাইয়া বসিতেন ও কিয়ৎ-কাল পরে বলিতেন "পরমেশ্বর! পুনর্ব্বার আমাকে পৃথিবীতে পাঠাও, আমি স্বীয় পাপের অনুসন্ধান লই।" অতঃপর উঠিয়া বলিতেন "মন! তুমি পৃথিবীতে আসিয়াছ, পুনর্ব্বার কবরে যাও-য়ার পূর্ব্বে যাহাতে আর পাপ না কর এইরূপ চেষ্টা কর। মহা-পুরুষ মহম্মদ একদিন গোরস্থানে গিয়া এক গোরের উপর বসিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছিলেন, এক শিষ্য তাঁহাকে জি-জ্ঞাসা করিয়াছিল আপনি এত কাঁদিলেন কেন? তাহাতে তিনি বলিলেন "ইহা আমার জননীর গোর, তাঁহার পাপ ক্ষমার নিমিত্ত আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম।"

প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য।

যাঁহারা ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাসী, তাঁহাদিগকে বল, আপন প্রতিবেশীদিগকে যেন আদর করেন। যাহাদ্বারা প্রতিবেশীর অপকার হয়, সে মনুষ্যনামের যোগ্য নয়। যে প্রতিবেশীর কুকুরকে ঢেলা মারিল সে প্রতিবেশীকেও মারিল। কতক গুলি লোক মহাপুরুষ মোহম্মদকে নিবেদন করিয়াছিল যে "অমুক স্ত্রীলোক সর্ব্বদা নমাজ পড়ে এবং রোজা পালন করে, কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়।" ইহা শুনিয়া সেই মহাত্মা বলিলেন, "সেই স্ত্রী নরকে যাইবে।" ইন্দুরে কোন ধার্ম্মিক পুরুষের ক্ষতি করিতেছিল, কেহ তাঁহাকে বলিল যে "তুমি বিড়াল পোষ না কেন, ইন্দুরের ভয় থাকিবে না।" তিনি বলিলেন "আমার শঙ্কা হয় যে বিড়ালের শব্দ শুনিয়া বা ইন্দুর প্রতিবেশীর ঘরে যাইয়া ঢুকে। যাহা আমি নিজের জন্য ভালবাসি না তাহা প্রতিবেশীর সম্বন্ধে কেন ঘটিতে দিব।" গ্রামস্থ কি নগরস্থ কোন বাড়ীর চতুস্পার্শ্বের এক এক দিকের চল্লিশ খানা বাড়ী পর্য্যন্ত প্রতিবেশীর বাড়ী বলিয়া গণ্য। প্রতিবেশীর অপকার না করিলেই যে প্রতিবেশীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্যপালন হইল, তাহা নয়। প্রতিবেশীর উপকার করিতে হইবে। মহাপুরুষ মোহম্মদ কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন "প্রতিবেশীর কি কি স্বত্ব, তুমি তাহা কি জান? এই এই স্বত্ব,—যদি তোমার নিকটে সাহায্য চাহে সাহায্য করিবে, কোন দ্রব্য ধার চাহিলে ধার দিবে, রোগ বিপদাদিতে তাহার সেবা করিবে। তাহার মৃত্যু হইলে গোর দিবে, তাহার সুখ সৌভাগ্যে সন্তুষ্ট দুঃখ শোকে বিষাদিত হইবে। আপন বাড়ীর প্রাচীর এরূপ উচ করিবে না যে প্রতিবেশীর বাড়ীতে বায়ুসঞ্চারের ব্যাঘাত হয়। যদি কোন মিষ্ট ফল পাও, তাহার কিছু প্রতিবেশীকে দিবে, যদি তাহা দান করিতে সক্ষম না হও

গোপন করিয়া রাখিবে, আপন বালক বালিকাকে ফল হাতে করিয়া বাহির হইতে দিবে না, যেহেতু তাহা দেখিলে প্রতিবেশীর বালক মনে কষ্ট পাইবে। রন্ধনশালার ধূমে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না, কিন্তু তাহাকে খাদ্যাদি দিবে।" মহাত্মা মোহম্মদ আবার বলিলেন "তুমি জান প্রতিবেশীর সম্বন্ধে কি কি স্বত্ব? তুমি কোটার উপর হইতে তাহার কুড়ে ঘরের দিকে সগর্ব্বে তাকাইও না। যদি সে তোমার বাড়ীর প্রাচীরে তাহার ঘর সংলগ্ন করে নিষেধ করিও না, তাহার বাড়ীর নরদামা বন্ধ করিও না, যদি সে তোমার ঘরের সম্মুখে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করে তজ্জন্য তাহার সঙ্গে বিবাদ করিও না, তাহার দোষ শুনিলে গোপন করিও, মনে কষ্ট হয় এমন কোন কথা তাহাকে বলিও না। প্রতিবেশীর স্ত্রী পরিজনের প্রতি আপন দৃষ্টি সাবধানে রাখিও।"

দাস দাসীর প্রতি কর্ত্তব্য।

মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন। "তুমি দাস দাসীর স্বত্ব সম্বন্ধে ঈশ্বরকে ভয় করিও। তুমি যাহা খাও দাস দাসীদিগকে তাহা খাইতে দিও, যাহা পরিধান কর তাহাদিগকে পরিতে দিও। তাহাদিগকে সাধ্যাতীত কঠিন কায করিতে আদেশ করিও না। ঈশ্বরের ভৃত্যদিগকে কষ্টে রাখিও না। মনে করিও পরমেশ্বর যেমন তাহাদিগকে তোমার অধীন ও দাস দাসী করিয়া দিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাকে তাহাদের অধীন করিয়া রাখিতে পারেন।" কেহ মহাত্মা মোহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে 'কয়বার দাস দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করা যাইবে?" তিনি বলিলেন "সত্তর বার।" আহনুফ নামক কোন ধার্ম্মিক মোসলমানকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, 'কাহার নিকটে তুমি ধৈর্য্য শিক্ষা

করিলে ?" তিনি বলিলেন " কিস্ নামক ব্যক্তির নিকটে। এ-কদা কিস্সের দাসী গরম মাংস ভাজা আনিতেছিল, হঠাৎ পাত্র-শুদ্ধ তাহার হাত থেকে সেই মাংস কিসের বালকের মাথার উপর পড়িয়া যায়, তাহাতে বালকটীর মৃত্যু হয়। দাসী ভয়ে অচেতন হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া কিস্ বলিলেন দাসী! তো-মার কোন দোষ নাই, দৈব ঘটনায় হইয়াছে, আমি তোমাকে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিলাম।" আর এক জন সাধু পুরুষ স্বীয় দাসের অবাধ্যতা দেখিলেই বলিতেন "তুমিও আপন কর্ত্তার স্বভাব পাইলে ? তোমার কর্ত্তা যেমন তাঁহার কর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকট অপরাধ করিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপ তোমার কর্ত্তার নিকটে অপরাধ কর।" একদা আবু মসুউদ নামক এক ব্যক্তি আপন দাসকে প্রহার করিতেছিল ইতিমধ্যে সে শব্দ শুনিতে পাইল যেন কেহ বলিতেছে " হে আবু মসুউদ ওদিকে চেয়ে দেখ।"তখন সে ফিরে মহাত্মা মোহম্মদকে দেখিল, উক্ত মহাত্মা বলিলেন " তুমি এই দাসের উপর যত ক্ষমতা রাখ, মনে রাখিও ঈশ্বর তোমার উপরে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা রাখেন।"

দাস দাসীর স্বত্ব এই, তাহাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জন ও বস্ত্র হইতে বঞ্চিত করিবে না, অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে না। মনে রাখিবে ইহারাও আমার ন্যায় মনুষ্য। সে যখন অপরাধ করে ঈশ্বরের সম্বন্ধে আপনার অপরাধ স্মরণ করিবে। যখন রাগ হয় ঈশ্বরের ক্ষমতাকে চিন্তা করিবে। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন, যখন কোন অধীনস্থ লোকে কষ্ট পরিশ্রম করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন করে, তখন তাহাকে আপনার সঙ্গে বসাইবে, এবং তাহার সঙ্গে ভো-জন করিবে। যদি তাহা করিতে অসুবিধা হয়, তবে এক গ্রাস

ঘৃতযুক্ত অন্ন, ইহা খাও বলিয়া স্বীয় হস্তে তাঁহার মুখে অর্পণ করিবে।

আত্মীয় কুটুম্বের প্রতি কর্ত্তব্য।

মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন "পরমেশ্বরের এই বাক্য যে যে ব্যক্তি আত্মীয় কুটুম্বকে ভাল বাসে, আমি তাহার সহিত মিলিত হই। যে তাহাদিগকে প্রেম না করে, সে আমার প্রেম পায় না।" হজরত মোহম্মদ আরও বলিয়াছেন, যে যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু ও সাংসারিক স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে চাহে তাহাকে বল সে যেন আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে। ইহাও বলিয়াছেন, যে আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে সদ্ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। অনেক লোক কুকর্ম্ম করিয়া জীবন কাটায় কিন্তু যখন আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে সদ্ভাব রাখে তখন শুধু সেই আত্মীয় কুটুম্বের প্রসাদে তাহার ধন বৃদ্ধি ও সন্তান সন্ততির কল্যাণ হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে "যে জ্ঞাতি কুটুম্ব তোমার সঙ্গে শত্রুতা করে তাহাদিগকে কোন উত্তম জিনিষ ভেট দিবে। অন্য কাহাকে ভেট দেওয়া অপেক্ষা এই ভেটের ফল অধিক। জ্ঞাতি কুটুম্ব তোমাকে ছাড়িয়া দিলে তুমি তাহাদের সঙ্গে মিলিবে। যে কুটুম্ব তোমাকে তুচ্ছ করে, তুমি তাহাকে ভাল বাসিবে, যে তোমার প্রতি অত্যাচার করে তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে।"

সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য।

এক ব্যক্তি মহাপুরুষ মোহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমি কাহার উপকার সাধন করিব? তিনি উত্তর দিলেন "পিতা মাতার উপকার কর।" পুনর্ব্বার সে বলিল, আমার

মা বাপ নাই, তিনি বলিলেন "সন্তানের উপকারের জন্য মাতা পিতার যেরূপ স্বত্ব, সন্তানের তদ্রূপ।" স্বীয় কুচরিত্রের দৃষ্টান্তে সন্তানকে কুচরিত্র না করা সন্তানের অধিকার। মোহম্মদ বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অসদ্দৃষ্টান্তে সন্তানের চরিত্র নষ্ট না করে, ঈশ্বর এমন পিতার প্রতি প্রসন্ন থাকেন।" মহাত্মা মোহম্মদ ইহাও বলিয়াছেন যে "সন্তানের বয়স সাত দিন হইলে নাম রাখিবে ও তাহাকে ধৌত করাইবে, ৬ বৎসর বয়স হইলে বিদ্যারম্ভ করাইবে। ৯ বৎসরের হইলে তাহাকে ভিন্ন শয্যাতে শয়ন করিতে দিবে। ১৩ বৎসর বয়সের সময় নমাজের জন্য শাসন করিবে। ১৬ বৎসরের হইলে তাহাকে বিবাহ দিবে। পরে তাহার হাত ধরিয়া বলিবে আমি তোমাকে শাসন করিয়াছি, শিক্ষা দিয়াছি, তোমার বিবাহ দিলাম, এইক্ষণ ইহকালে তোমার আপদ বিপদের জন্য পরকালে তোমার পাপের শাস্তির জন্য ঈশ্বরের শরণ লইতেছি। "সন্তানের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা রাখা পিতা মাতার সম্বন্ধে সন্তানের স্বত্ব। শিশু সন্তানকে চুম দেওয়াও বাৎসল্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। একদা মোহম্মদ আপন দৌহিত্র হোসেনকে চুম দিতেছিলেন এমন সময়ে তাঁহার এক জন শিষ্য বলিল, আমার কএকটী সন্তান আছে। আমি কখন কাহাকে চুম দেই না।" মহাত্মা মোহম্মদ বলিলেন যে "যে ব্যক্তি সন্তানকে স্নেহ না করিবে, সে পরমেশ্বরের স্নেহ পাইবে না।" এক দিন মহাত্মা মোহম্মদ বেদীর উপরে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে হোসেন আছাড় খাইয়া পড়িয়া যান, তিনি তৎক্ষণাৎ বেদী হইতে নামিয়া হোসেনকে উঠাইয়া লন। আর এক দিন তিনি নমাজের সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছিলেন ইতি মধ্যে হোসেন যাইয়া তাঁহার গলায় চড়িয়া বসেন, যে পর্য্যন্ত হোসেন গলার উপরে ছিলেন সে পর্য্যন্ত তিনি স্থির

ভাবে থাকিলেন। পরে কোনশিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে অদ্য প্রণামে এত দেরি করিলেন কেন? তিনি বলিলেন "হোসেন আমাকে উট বানাইয়াছিল এই জন্য।"

শিশু সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে পিতা মাতার কর্ত্তব্য।

মাতা পিতার হস্তে শিশু ঈশ্বর-প্রদত্ত ধন। শিশুর মন উজ্জ্বল মণির ন্যায় নির্ম্মল, মোমের ন্যায় মুদ্রাগ্রাহী, সর্ব্ব প্রকার কলঙ্ক হইতে মুক্ত ও উর্ব্বরা ভূমি সদৃশ। যে প্রকার বীজ তাহাতে বপন করিবে, অঙ্কুরিত হইবে। সাধুতার বীজ বপন করিলে শিশু ধর্ম্মজগতে ভাগ্যবান্ হইবে, জনক জননী এবং শিক্ষকও পুরস্কৃত হইবেন। অন্যথা সন্তান ভাগ্যহীন হইবে এবং সে যে সকল কুকর্ম্ম করিবে, পিতা মাতা ও শিক্ষক তাহার ভাগী হইবেন। নরকাগ্নি হইতে সন্তানকে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। নিম্নলিখিত প্রণালীতে তাহাকে শিক্ষাদান করিয়া সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হইবেঃ—

শিশুকে শাসনে রাখিবে, সচ্চরিত্রতা শিক্ষা দিবে। অসৎ সংসর্গে থাকিতে দিবে না, যেহেতু অসৎ সংসর্গ হইতে সমুদয় অকল্যাণের মূল বাহির হয়। তাহাকে উত্তম পান ভোজনে আসক্ত করিয়া তুলিবে না। ভাল খাওয়ায় পরায় লোভী হইয়া উঠিলে তাহা না দিয়া আর তাহাকে সুস্থির রাখিতে পারিবে না, সে উত্তম আহার পরিচ্ছদের অনুসন্ধানে জীবন ক্ষয় করিবে। প্রথম হইতে এই দৃষ্টি রাখিবে, তাহার ধাত্রী যেন সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মভীরু হয়; যেহেতু ধাত্রীর কুস্বভাব শিশুর মনে শীঘ্র প্রবেশ করে। সন্তানের বাক্স্ফুট হইলে "ঈশ্বর" এই নামটী তাহার জিহ্বায় প্রথমতঃ উচ্চারিত হইতে

পারিলে ভাল হয়।* ঈশ্বরের নাম প্রথম হইতে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিশুর সঙ্কোচ ও লজ্জার ভাব হওয়া শুভ চিহ্ন। ইহা যখন হয় তখন জ্ঞানের আলোক যে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। শিশুকে কুৎসিত বিষয় হইতে নিরস্ত রাখিবার জন্য জ্ঞানপ্রহরীস্বরূপ লজ্জাকে নিযুক্ত করে।

প্রথমতঃ শিশুর আহারে অভিলাষ জন্মে। তখন আহার সম্বন্ধীয় নীতি তাহাকে শিখাইতে হইবে। শিশু যেন দক্ষিণ হস্তে আহার করে, ভোজনের সময়ে যেন ঈশ্বরকে স্মরণ করে। ভক্ষ্য বস্তু যেন উত্তম রূপে চিবাইয়া খায়, দ্রুত না খায়। অন্য ভোজনকারীর গ্রাসের প্রতি যেন দৃষ্টি না করে, আপনার সম্মুখের গ্রাস যেন উঠাইয়া লয়, যে পর্য্যন্ত একটী গ্রাস পিণ্ড উদরস্থ না হয় সে পর্য্যন্ত যেন অপর গ্রাসের জন্য হস্ত প্রসারণ না করে। হস্ত এবং বস্ত্র যেন উচ্ছিষ্ট লিপ্ত না থাকে। মধ্যে মধ্যে তাহাকে উপকরণ শূন্য অন্ন খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা ব্যঞ্জনাদি নানা উপকরণ সহ অন্ন আহার করার স্বভাব না হওয়া ভাল। অধিক ভোজনে অনিষ্ট, ইহা তাহাকে বুঝাইয়া দিবে এবং বলিবে যে পশু ও নির্ব্বোধ লোকেরাই অধিক আহার করে। যে বালক অধিক খায় তাহার নিকটে পশু ও নির্ব্বোধ লোকদিগের দোষ বর্ণন করিবে এবং সুশীল বালকের প্রশংসা করিবে। ইহাতে তাহার সেইরূপ সুশীল হইবার ইচ্ছা জন্মিবে ও তদ্রূপ আচরণ করিবে। পরিষ্কার বস্ত্রে তাহার ভাল বাসা জন্মাইয়া দিবে। রেশমী ও চিত্র বিচিত্র বস্ত্রের অনিষ্টকারিতা বালককে

*আমাদিগের মতে এ বিষয়ে শিক্ষা না দিয়া প্রকৃতির হস্তে রাখিয়া দেওয়া শ্রেয়স্কর। কারণ অসময়ে শিক্ষা দিলে উহার গুরুত্ব চলিয়া গিয়া তৎপ্রতি অনাদর জন্মিবার সম্ভাবনা।

হৃদয়ঙ্গম করাইবে। বলিবে যে রেশমী ও রঙ্গিন কাপড় অভদ্র স্ত্রী পুরুষেরাই পরিধান করিয়া থাকে*. আপনার শরীরকে নানা প্রকারে সজ্জিত ও ভূষিত করা যুবতীদের রীতি ইহা পুরুষের কার্য্য নয়, এরূপ বলিবে। যে সকল বালক বেশ ভুষা ও সুখাদ্য প্রিয়, তাহাদের সংসর্গে আপনার বালককে থাকিতে দিবে না, তাহাদিগকে দেখিলেও তাহার অনিষ্ট হইবে, সেইরূপ আহার পরিচ্ছদে তাহার লোভ জন্মিবে।

সন্তানকে অসৎ লোকের সঙ্গে মিশিতে দিবে না। অসৎ সঙ্গে পড়িলে অবাধ্য, নির্লজ্জ, চোর, প্রতারক হইয়া উঠিবে, পরে বহুকালেও সে সংশোধিত হইবে না। বিদ্যালয়ে সমর্পণ করিয়া তাহাকে ধর্ম্মপুস্তক শিক্ষা দিবে। ঋষিদিগের সদাচার এবং ধার্ম্মিক লোকদিগের জীবন আলোচনার প্রতি যাহাতে তাহার অনুরাগ জন্মে তাহা করিবে। আদিরস সম্বন্ধীয় কবিতা প্রভৃতির আলোচনা করিতে দিবে না। এই ভাবের ভাবুক শিক্ষক হইতে তাহাকে দূরে রাখিবে। যে শিক্ষক উক্ত ভাবের কবিতা শুনাইয়া বা পড়াইয়া ছাত্রের মনে উৎসাহ জন্মাইয়া দেয়, সে শিক্ষক নয় দৈত্য, সে বালকের অন্তরে অকল্যাণের বীজ রোপণ করে। বালক সৎস্বভাব ও সৎকর্ম্মশীল হইলে তাহার প্রশংসা করিবে, সুশীল বালকের যে বস্তুতে সন্তোষ তাহা তাহাকে দিবে। অন্য লোকের নিকটে তাহার প্রশংসা করিবে। শিশু অপরাধ করিলে দুই একবার যেন জানিয়াও জানে নাই এই ভাবে থাকিবে। গালি তিরস্কারাদি বহন করার স্বভাব যাহাতে তাহার না হইয়া উঠে তাহা করিবে। বিশেষতঃ যদি সে লুকা-

---

*মোসলমান শাস্ত্রে রেশমী বস্ত্র পরিধান নিষিদ্ধ, বোধ হয় আরব দেশীয় গণিকা ও দুশ্চরিত্র পুরুষগণ ব্যবহার করে বলিয়া শাস্ত্রকার সাধারণকে তাহা ব্যবহারের বিধি দেন নাই।

ইয়া কোন দোষ করে ও তজ্জন্য তাহাকে অনেক তিরস্কার কর, তাহা হইলে সেই পাপে তাহার আরও সাহস বাড়িবে, সে প্রকাশ্যে তাহা করিতে থাকিবে। বার বার সেরূপ দোষ করিতে দেখিলে, একবার গোপনে তাহাকে তিরস্কার করিবে এবং বলিবে, সাবধান! এ প্রকার করিও না, কেহ যেন তোমার দোষ জানিতে না পায়. লোকে টের পাইলে মহা অনর্থ হইবে, তোমাকে অতি অপদার্থ মনে করিবে।

পিতার উচিত যে আপনার সম্মান সন্তানের নিকট রক্ষা করেন। যাহাতে সন্তান পিতাকে ভয় করে, তাহাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া মাতার কর্ত্তব্য। মাতা শিশুকে দিনে ঘুমাইতে দিবেন না, কারণ তদ্দ্বারা সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। রাত্রিতে সুকোমল শয্যায় বালককে শয়ন করাইবেন না। কোমল শয্যায় শয়ন শরীর দৃঢ় ও সবল হওয়ার পক্ষে অনুকূল নহে। প্রতি দিন কিছু সময় শিশুকে খেলা করিতে দেওয়া উচিত। তাহাতে মন প্রফুল্ল থাকিবে, চিত্তের বিরস ভাব চলিয়া যাইবে। অপ্রফুল্লতায় মন অন্ধ হয়, স্বভাব মন্দ হইয়া যায়। সন্তানকে সকলের নিকট বিনয়ী হইতে শিক্ষা দিবে। সে যেন অন্য বালকের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ ও আত্মশ্লাঘা না করে, কোন বালক হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণ না করে, বরং অন্য বালক বালিকাকে কিছু কিছু প্রদান করে। অন্য লোক হইতে কিছু গ্রহণ করা ভিক্ষুক ও নীচ লোকের কার্য্য ইহা বালককে বুঝাইয়া দিবে। তাহাকে কখন অনুমতি দিবে না যে কাহার নিকট হইতে টাকা পয়সা বা অন্য কোন দ্রব্য যাচ্ঞা করিয়া গ্রহণ করে। এপ্রকার যাচ্ঞা করিয়া লওয়ার অভ্যাস হইলে শিশু মন্দ হইয়া যাইবে ও কুকর্ম্মে লিপ্ত হইবে। পরন্তু তাহাকে এরূপ শিক্ষা দিবে যে যেন সে লোকের সম্মুখে থুথু না ফেলে, নাক না ঝাড়ে, কাহার দিকে পৃষ্ঠ দিয়া উপবে-

শন না করে, যেন বিনম্রভাবে বলে, কখন শপথ না করে, বাচালতা না করে, অন্য কেহ জিজ্ঞাসা না করিতে কথা না বলে, বয়ো-জ্যেষ্ঠকে সম্মান করে, তাহার অগ্রে অগ্রে গমন না করে, জিহ্বাকে কু আলাপ হইতে রক্ষা করে। অপিচ তাহাকে ইহা বলিয়া দিতে হইবে যে শিক্ষক শাস্তিদান করিলে, অধৈর্য্য ও উতলা হইবে না, তজ্জন্য কাহার নিকটে সুপারিস চাহিবে না, ধৈর্য্য ধারণ করিবে. সহিষ্ণুতা গাম্ভীর্য্যেই পুরুষত্ব, ক্রন্দন বিলাপ স্ত্রীলোকের কার্য্য। বালক সাত বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইলে তাহাকে বিনম্রভাবে উপাসনায় যোগ দিতে আদেশ করিবে। দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কোন দোষ করিলে তজ্জন্য কঠিন শাসন করিবে। চৌর্য্য, অন্যায়াচার, মিথ্যাচরণকে গুরুতর পাপ বলিয়া বুঝাইয়া দিবে, সর্ব্বদা তাহার অনিষ্টকারিতা মনে রাখিতে দিবে।

এইরূপে বালক প্রতিপালিত হইয়া শৈশবকাল অতিক্রম করিলে, এই সকল শিক্ষার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দিবে, যেন উহা তাহার মনেতে ভালরূপে প্রবেশ করে। পরে বলিবে যে ভোজন পানের উদ্দেশ্য কেবল ঈশ্বরের সেবার জন্য শরীরে শক্তিলাভ করা। ইহলোক হইতে পরলোকের সম্বল লাভ করিতে হইবে। সংসার কাহার চিরসঙ্গী নয়। মৃত্যু অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরলোক যাত্রার সম্বল সংসারে সঞ্চয় করে, পরমেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। এইরূপ বলিয়া তাহাকে নরকের বৃত্তান্ত ও সদসৎ কার্য্যের দণ্ড পুরস্কার বুঝাইয়া দিবে। বাল্যকাল হইতে এ প্রকার শিক্ষা দানের সঙ্গে তাহাকে প্রতিপালন করিলে এ সকল বিষয় প্রস্তর রেখার ন্যায় তাহার জীবনে বসিয়া যাইবে। কিন্তু যদি প্রথম হইতেই তাহাকে আপনার

অবস্থার স্রোতে ছাড়িয়া দেও, তবে প্রাচীরে সংলগ্ন ধূলীর ন্যায় এই সমস্ত কথা সে অন্তর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবে।

তস্তরদেশীয় দেশপূজ্য পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা সহল বলিয়াছেন "আমি তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন আমার মাতুল মোহম্মদ এবন্‌সওয়ার নমাজ (উপাসনা) করিতেন, তৎপ্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতাম। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন 'বৎস! যে ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে কি তুমি মনে করিয়া থাক?' তখন আমি বলিলাম মামা! আমি কেমন করিয়া মনে করিব? তিনি বলিলেন 'যখন তুমি রাত্রিতে ঘুমাইবার জন্য শয্যায় যাইবে তখন তিনবার মুখে নয়, মনে মনে বলিবে যে ঈশ্বর আমার সঙ্গে আছেন, আমারদিকে দৃষ্টি করিয়া আছেন, আমাকে দেখিতেছেন।' তদবধি মাতুলের কথানুসারে কিছুকাল আমি সেরূপ করিলাম, পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন 'প্রতিদিন রাত্রিতে উহা সাতবার বলিবে।' কিয়দ্দিন পরে আবার বলিলেন 'এগারবার বলিবে।' আমি সেইরূপ করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার মনেতে তাহার মিষ্টতা জন্মিল। এক বৎসর পরে তিনি বলিলেন, 'আমি যাহা কিছু তোমাকে বলিয়া দিয়াছি, তাহা যতকাল বাঁচিয়া থাকিবে, পালন করিতে হইবে। ইহাতে তোমার চিরকালের সুখ জানিবে।' কয়েক বৎসর ক্রমাগত আমি তাহাই বলিতেছিলাম ও তাহার মধুর ভাব বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম। অপর একদিন মাতুল মহাশয় বলিলেন 'ঈশ্বর যাহার সঙ্গে আছেন, যাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছেন, যাহাকে দেখিতেছেন, সে ঈশ্বরের সম্বন্ধে অপরাধ করিতে পারে না, সাবধান! তুমি অপরাধ করিও না, যেহেতু ঈশ্বর তোমাকে দেখিতেছেন।' পরে আমাকে শিক্ষকের নিকটে পাঠাইয়াদিলেন, তখন আমার সাত বৎসর বয়স, আমি কোরাণ পাঠ ক-

রিতে লাগিলাম। তের বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে গুরুজনের অ-নুমতি লইয়া ধর্ম্মবিষয়ক কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বসোরাতে গমন করি. একজন মহাতপস্বীর নিকট যাই, তিনি আমার প্র-শ্নের মীমাংসা করেন। আমি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সাধনা আরম্ভ করি।" এস্থলে এ প্রস্তাবটীর উল্লেখ করার উ-দ্দেশ্য এই যে যেন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন যে বাল্যকালে যথা নিয়মে শিক্ষা পাইলে সহজে কেমন উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হ-ওয়া যাইতে পারে।

পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য।

এ কর্ত্তব্যটী গুরুতর। যেহেতু পিতা মাতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন, "কোন ব্যক্তিই পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। যদি কেহ আপন পিতাকে ক্রীতদাসরূপে প্রাপ্ত হয় ও তাহাকে খালাস দেয় তবে সে পিতৃঋণ হইতে মুক্তি পায়।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "উ-পাসনা ব্রতপালনাদিতে যত পুণ্য হয়, পিতা মাতার সেবা ক-রিলে তাহা অপেক্ষা অধিক পুণ্য হয়।" তিনি ইহাও বলিয়া-ছেন "পিতা মাতার বিদ্রোহী সন্তান স্বর্গলাভ করিতে পারিবে না।" পরমেশ্বর মহাত্মা মুসাকে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে "যেব্যক্তি মা বাপের সেবা করেনা, জানিও সে আমাকে অমান্য করে।" হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন "যে জন মা বাপের নামে দান করে, সেই দানের ফল তাহার পিতা মাতাও লাভ করে, এবং সেও তাহার পুর্ণ ফলপ্রাপ্ত হয়।" কেহ মহাত্মা মোহম্মদকে নি-বেদন করিয়াছিল যে "আমার মা বাপের পরলোক হইয়াছে, এ-ইক্ষণ আমার কি কর্ত্তব্য?" তিনি বলিলেন, "তাঁহাদের উদ্দেশে নমাজ পড়িবে ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবে। তাঁহাদের

উপদেশ ও আজ্ঞা পালন করিবে, তাঁহাদের বন্ধুদিগকে সম্মান করিবে, তাঁহাদের স্নেহের পাত্রদিগকে ভাল বাসিবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে পিতা অপেক্ষা মাতার স্বত্ব দ্বিগুণ। অতএব মা বাপের প্রতি সন্তানের গুরুতর কর্ত্তব্য। তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা রাখা একান্ত উচিত। পরমেশ্বর তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাকে আপনার সেবা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পিতা মাতার অনুমতি ব্যতিরেকে বিদেশে যাত্রা করা উচিত নয়। কিন্তু যদি দেশে উপযুক্ত ধর্ম্মশিক্ষক না থাকে ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য বিদেশে যাইতে হয়, তাহা হইলে পিতা মাতার অনুমতির অপেক্ষা করে না। পিতা মাতার অনুমতি লইয়া তীর্থস্থানে ও ধর্ম্মযুদ্ধে যাইতে হইবে। তজ্জন্য অনুমতির অপেক্ষা করা আবশ্যক। একব্যক্তি মহাপুরুষ মোহম্মদের নিকটে আসিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে গমনের জন্য আজ্ঞা চাহিয়াছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা বাপ আছে ?" সে বলিল, "হাঁ আছে।" তিনি বলিলেন "তোমার স্বর্গ তাঁহাদের চরণতলে।" ইমন দেশ হইতে একব্যক্তি মহাত্মা মোহম্মদের নিকটে আসিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা বাপ আছে ?" সে বলিল, "হাঁ আছে।" তিনি বলিলেন "তুমি প্রথমতঃ তাঁহাদের নিকটে অনুমতি চাও, যদি তাঁহারা অনুমতি না করেন তবে গৃহেই থাকিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে থাক। ঈশ্বরের সেবার পরে ঈশ্বরের নিকটে ইহা অপেক্ষা আর কোন সেবা শ্রেষ্ঠ নয়।" বড় ভাইয়ের স্বত্বও প্রায় পিতার তুল্য। ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্বত্ব যেন পুত্রের সম্বন্ধে পিতার স্বত্ব।

দোষীর প্রতি কর্ত্তব্য।

অন্যের দোষ প্রদর্শকের তিনটী গুণ থাকা আবশ্যক। বিদ্যা শীলতা সহিষ্ণুতা। বিদ্যা না থাকিলে ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারাযায় না। শীলতা না থাকিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনায় কায হইতে পারে, সহিষ্ণুতা না থাকিলে যখন লোকে প্রতিবাদী হইয়া উঠিবে রাগ হইতে পারে। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন যে "যাহার জ্ঞান গাম্ভীর্য্য নম্রতা না থাকে সে যেন অন্যের দোষ প্রদর্শনও নিষেধ বিধি প্রদান না করে।" হোসন বসোরি বলিয়াছেন যে "তুমি যে কার্য্য করিতে অন্যকে বলিতে চাও, প্রথমতঃ নিজের জীবনে সেই কার্য্য প্রদর্শন করিবে।" এ কথাটী নীতি সম্বন্ধীয় বটে, কিন্তু তত কর্ত্তব্যানুগত নহে। কোন ব্যক্তি মহাপুরুষ মোহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আর্য্য! যে পর্য্যন্ত আমরা কোন বিষয়ের আচরণ উত্তমরূপে জীবনে না দেখাইব সে পর্য্যন্ত কি সে বিষয়ের নিষেধ বিধি করিবার আমাদের অধিকার নাই?" তিনি বলিলেন "তাহা নয়, তোমরা কার্য্য না করিতে পারিলেও বিষয় বিশেষে দোষ প্রদর্শনে বিরত থাকিবে না। যখন আমরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ থাকিব, যদি সেই সময় অন্যকে দোষ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাই, তাহা কখন হইয়া উঠিবে না। মনুষ্য কখন নির্দ্দোষ হইতে পারে না।" হোসন বসোরীকে কতকগুলি লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে "এক ব্যক্তি বলিতেছে যে, যে পর্য্যন্ত কেহ আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ না করে, সে পর্য্যন্ত যেন অন্যের দোষ নিবারণ করিতে না যায় এ কেমন কথা?" তিনি বলিলেন "শয়তানে তাহাকে এরূপ বুঝাইয়া দিয়াছে, যাহাতে দোষ নিবারণের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।" এই প্রশ্নের যথার্থ বিচার এই—দোষ প্রদর্শন দুই প্রকারে হয়, এক উপদেশ ও অনুযোগমূলক। যে ব্যক্তি নিজে

কোন অপকর্ম্ম করে ও অন্য জনকে সে বিষয়ে উপদেশ দেয় যে তুমি এ কায করিও না, তাহার এরূপ বলাতে আপনাকে হাস্যাস্পদ করা ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই। তাহার এই উপদেশে কিছুই কার্য্য হয় না। কোন দোষীকে এরূপ উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। বিশেষতঃ যখন জানা যায় যে লোকে উপদেশ গ্রাহ্য করে না, বরং উপহাস করে তখন উপদেশ দেওয়া অপরাধ। যেহেতু এইরূপ উপদেশে উপদেশের গৌরব ও ব্যবস্থা শাস্ত্রের মর্য্যাদা বিলুপ্ত হয়। পরন্তু জ্ঞানবান্ লোকদিগের এইরূপ উপদেশে লোকের অধিক অপকার হয় এবং সেই জ্ঞানীদিগকেও অপরাধী হইতে হয়। কথিত আছে কোন মহাত্মা দেখিয়াছিলেন যে পরলোকে কতকগুলি লোকের মুখ অগ্নিতে পুড়িতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে ?" তাহারা উত্তর করিল "আমরা সেই সকল ব্যক্তি যে,লোকদিগকে এক এক কাযের আদেশ করিতাম কিন্তু নিজে সে কায করিতাম না ; দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিতে উপদেশ দিতাম কিন্তু নিজে নিবৃত্ত থাকিতাম না।" মহর্ষি ঈশার প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ হইয়াছিল "হে ময়রমের পুত্র ! প্রথমতঃ আপনাকে উপদেশ দিও, নিজে উপদেশ মান্য করিয়া পরে অন্যকে উপদেশ দিও।" দ্বিতীয় প্রকার এই— বলপুর্ব্বক কাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা, কাহাকে প্রকাশ্যে দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখিলে জোর করিয়া তাহা হইতে তাহাকে ক্ষান্ত রাখা বিধি। এই সময়ে অন্য কোন বিচার নাই। দোষপ্রদর্শনের নীতির অন্তর্গত ইহাও যে দোষ প্রদর্শক ধৈর্য্যশীল হইবেন, আপনার উপর অত্যাচার হইলে সহ্য করিবেন। ঈশ্বরের এই আজ্ঞা "সৎকার্য্য করিতে লোকদিগকে তুমি আদেশ কর, অসৎকার্য্যে লিপ্ত হইতে বাধা দাও, তোমার প্রতি কোন উৎপীড়ন হইলে ধৈর্য্য ধারণ কর।" যে ব্যক্তি প্রতিকুল অবস্থাতে ধৈর্য্য ধারণ

করিতে পারে না, তাহাদ্বারা দোষ প্রদর্শন হয় না। দোষ প্রদর্শকের দোষী ব্যক্তির নিকটে কোন বিষয়ের প্রত্যাশা ও তাহার সঙ্গে বিষয় সম্পর্ক না থাকা আবশ্যক। লোভ-প্রত্যাশা থাকিলে ঠিক ভাবে দোষ প্রদর্শন হইয়া উঠে না। এক ব্যক্তি এক কসাইয়ের দোকান হইতে বিড়ালের জন্য প্রতিদিন কিছু কিছু মাংস চাহিয়া আনিত। এক দিন সে সেই কসাইয়ের কিছু অন্যায় আচরণ দর্শন করে। প্রথমতঃ সে গৃহে যাইয়া বিড়ালটী দূর করে, তৎপরে কসাইয়ের নিকটে আসিয়া তাহার দোষের কথা বলে। কসাই বলিল "ভাল! তুমি কি পুনর্ব্বার মাংসের টুকরা আমার নিকটে চাহিবে না?" সে উত্তর করিল "না, আমি অগ্রেই বিড়ালকে দূর করিয়াছি, পরে তোমার নিকটে তোমার দোষ বলিতে আসিয়াছি।

দোষীর দোষের জন্য দোষপ্রদর্শক অন্তরে দুঃখিত থাকিবেন, এবং তাহাকে অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখিবেন। পিতা যেমন দোষ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য আপন সন্তানকে স্নেহভাবে বলেন, সেই ভাবে বলিবেন। কথার কোমলতা আবশ্যক। কোন দোষ-প্রদর্শক যুবক দোষ প্রদর্শনের সময় খলিফা মামুনকে শক্ত কথা বলিয়াছিল। তাহাতে তিনি বলেন 'যুবক! পরমেশ্বর তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমা অপেক্ষা অধম লোকের নিকটে পাঠাইয়া আদেশ করিয়াছিলেন যে "তুমি সেই পাপীর নিকটে কোমলভাবে কথা বলিবে।" অর্থাৎ মহাপুরুষ মুসা ও হারুণকে দুরাত্মা নাস্তিক ফারউণের নিকট পাঠাইয়া ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে "ফারউণের দোষ কোমলতার সহিত বলিবে।" অপিচ এই দোষপ্রদর্শন বিষয়ে মহাত্মা মোহম্মদের অনুকরণ করা লোকের কর্ত্তব্য। একদা এক যুবক তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল "মহাশয়! আমাকে অমুক দুষ্কর্ম্ম করিতে অনু-

সতি দিন। কথা অতি কুৎসিত ছিল, তাহা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যগণ তাহাকে গাল দিলেন ও মারিতে চাহিলেন। তিনি আদেশ করিলেন ইহাকে মারিও না। অতঃপর তিনি তাহাকে আপনার কাছে ডাকিলেন ও আপনার অতি নিকটে আনিয়া বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "যুবক! যদি কেহ তোমার অমুক অমুক আত্মীয় জনের সম্বন্ধে এরূপ কথা বলে তাহা তুমি কি উচিত বোধ করিবে?" যুবা বলিল, না। তৎপর তিনি বলিলেন "তুমি যেমন অপরের পক্ষে এবিষয় অন্যায় বোধ করিতেছ, অন্য লোকও তোমার সম্বন্ধে এরূপ অন্যায় মনে করিবে।" ইহা বলিয়াই স্নেহভাবে তিনি তাহার বুকে হাত রাখিয়া এইরূপে প্রার্থনা করিলেন "ঈশ্বর! ইহার মন শুদ্ধ করিয়া দেও, ইহাকে ইন্দ্রিয়দমনের বল দেও, ইহার পাপ ক্ষমা কর"। এই ঘটনার পর হইতে সেই যুবক কোন পাপকেই সেই দুষ্ক্রিয়ার ন্যায় গর্হিত মনে করে নাই। একদা দরবেশএব্ন আয়সম শিষ্যগণের সঙ্গে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহা হইতে কিছু অন্যায় ও অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাতে শিষ্যেরা চাহিল যে তাহার সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করে। কিন্তু এব্ন আয়সম বলিলেন "তোমরা চুপ কর, আমি ইহার উপায় করিব।" পরে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ভাই! তোমার সঙ্গে আমার কিছু কায আছে।" সে বলিল "কি কায?" তিনি কোমলভাবে বলিলেন "তোমার এইভাবে না চলিয়া এইভাবে চলিলে অনেক ভাল দেখায়।" এই কথাটী সে আহ্লাদের সহিত মান্য করিল। তখন শিষ্যগণ বলিল "আমরা শক্ত কথা কহিলে সে গ্রাহ্য করিত না, হয় তো রাগ করিত।" এক ব্যক্তি রাগিয়া এক স্ত্রীলোককে ধরিয়া ছুরি মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিতেছিল, ভয়ে কেহ ছাড়াই-

বার জন্য নিকটে যাইতে সাহসী ছিল না। ইহা দেখিয়া মহাত্মা বসর শাকি সেই ব্যক্তির নিকটে যাইয়া তাহার কান্ধে আপন কান্ধ লাগাইলেন, তাহাতে সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার শরীর হইতে ঘাম বাহির হইতে লাগিল। তখন স্ত্রীলোকটী তাহার হাত হইতে পলাইয়া গেল। তাহার চৈতন্য হইলে কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে ব্যাপার কি? সে বলিল "এইমাত্র জানি যে এক ব্যক্তি আমার নিকটে আসিয়া আমার গায়ে গা লাগাইয়া আস্তে আস্তে এই কথাটী বলিল যে "ঈশ্বর দেখিতেছেন, তুমি কোথায় ও কি করিতেছ।" তাঁহার এই কথায় মনে মহা ত্রাস হইল ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

ক্রেতা বিক্রেতার কর্ত্তব্য।

ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে সংসারচক্র ঘুরিতেছে। লোকের জীবনোপায় তাহার উপর নির্ভর করে। যাঁহারা সংসারে বাস করেন, দ্রব্যজাত ক্রয় বা বিক্রয় তাহার কোনন। কোন একটী কাযে তাঁহাদিগকে প্রায় প্রতিদিন লিপ্ত হইতে হয়। ব্যবসায়ী লোক ও সওদাগরদিগের তো কথাই নাই, দিবা রাত্রি ইহাঁরা তাহা লইয়াই ব্যস্ত আছেন। তজ্জন্য ইহাঁদের অনেকের স্নানাহারের ও ঘুমাইবার অবকাশ নাই। অধিকাংশ পাপ ও কুনীতি এই কেনা বেচার ভিতর দিয়া লোকের মন অধিকার করিয়া মনুষ্যসমাজকে নীচ ও কলঙ্কিত করে। কারণ ইহার মধ্যে প্রবল প্রলোভনের ব্যাপার রহিয়াছে।

সংসারের বাণিজ্যে পড়িয়া যে ব্যক্তি পরকালের বাণিজ্য ভুলিয়া যায় সে অতি হতভাগ্য। তাহার এই দুর্দ্দশা হয় যে সে সোণার পাত্র ছাড়িয়া মাটীর পাত্র ক্রয় করে। সংসার মাটীর পাত্রের ন্যায় সামান্য ও শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, ধর্ম্ম স্বর্ণপাত্রের ন্যায়

উত্তম ও চিরস্থায়ী। সংসারের বাণিজ্য পরলোকের পথ স-স্বলের উপযোগী নয়, বরং এই বাণিজ্যে নরকের পথ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকের বিশেষ সাবধানতা ও যত্ন চেষ্টা চাই। ধর্ম্ম ও পরলোকই মনুষ্যের যথার্থ সম্পত্তি। সংসারের বাণিজ্যে পড়িয়া তাহাতে উদাসীন থাকা—ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। ক্রয় বিক্রয় বিষয়ে এই কয়েকটী নিয়ম পালন করিয়া চলা ক্রেতা ও বিক্রেতার কর্ত্তব্য।

১ ম। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া ক্রেতা বিক্রেতা মনে শুভ সঙ্কল্প জাগরিত রাখিবেন। এই সঙ্কল্প করিবেন যে বাজারে এই জন্য যাইতেছি যে আপনার ও আপন পরিবারের জীবিকার নিমিত্ত কাহার অনুগ্রহের প্রত্যাশী না হইতে হয় এই উদ্দেশ্যে উপার্জ্জন করিব, মনে লোভ আসিতে দিব না। যাহাতে নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরের পূজা করিতে ও পরলোকের পথে চলিতে পারি জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া এরূপ বল ও সচ্ছলতা লাভ করিব, এবং সাধু লোকদিগের সঙ্গে সদ্ভাবে ও সদনুষ্ঠানে মিলিত হইয়া সুখী হইব।

২য়। ইহা মনে করিবেন যে ন্যূনকল্পে হাজার লোকের প্রত্যেকে এক এক ব্যবসায় ও কায কর্ম্মে নিযুক্ত না থাকিলে আমার অন্ন বস্ত্রাদি যুটিয়া উঠে না। রুটীওয়ালা, চাষা, তাঁতি, বাণিয়া, কামার এবং অন্য অন্য ব্যবসায়ী সকলে আ-মার কায করে, সকলকেই আমার চাই। ইহা উচিত নয় যে সমুদায় লোক আমার কায করিবে, সকল লোক হইতে আমি উপকার লাভ করিব, আর আমার দ্বারা কাহার উপকার হইবে না। এই সংসারে সকলেই বিদেশীর ন্যায়। বিদে-শীদিগের কর্ত্তব্য যে সকলে পরস্পরের সাহায্য করেন। অ-তএব এই সঙ্কল্পটী করিবে যে বাজারে আমি এই জন্য যাইতেছি

যেমন অপর লোক আমার কায করে আমিও এমন কিছু করিব যাহাতে অন্য লোকের সুখ হয়। সাধারণের যাহা অত্যাবশ্যক, যাহা না হইলে লোকের ক্ষতি হয় প্রথমতঃ এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবে।

৩য়। সংসারের বাজারকে পরকালের বাজার হইতে পৃথক্ রাখিবে না। পরলোকের বাজার ধর্ম্ম মন্দিরে! শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ঈশ্বর বলিয়াছেন, "সাবধান! বাণিজ্যানুরাগ যেন তোমাদিগকে আমার প্রসঙ্গ হইতে দূরে আনিয়া না ফেলে। তাহাতে তোমাদের ক্ষতি হইবে।" পুর্ব্বতন ধার্ম্মিক লোকদিগের এই স্বভাব ছিল যে তাঁহারা সকালে এবং বিকালে পরলোকের কার্য্যে—ধর্ম্ম কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন, হয় ধর্ম্ম মন্দিরে নাম জপ ও ঈশ্বরের প্রসঙ্গে রত থাকিতেন, নয় অন্য সদালোচনার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। সেই সময় তথায় বালক ও নানা ব্যবসায়ী লোক সমবেত হইত। ধর্ম্ম পুস্তকে এরূপ লেখা আছে যে প্রতিদিন ফেরেস্তা (স্বর্গের দূত) লোকের আমলনামা (কার্য্য বিবরণ পুস্তক) ঈশ্বরের নিকটে লইয়া যান, যদি মনুষ্য সকালে এবং বিকালে কোন সৎকর্ম্ম করিয়া মধ্যাহ্নে কোন অন্যায়ও করে, ঈশ্বর সেই অপরাধ মার্জ্জনা করেন। পরন্তু শাস্ত্রে এরূপ বিধি আছে যে দিবাভাগে ডাক নমাজের ধ্বনি শুনিয়া কিছুমাত্র বিলম্ব করিবে না; যে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত তাহা পরিত্যাগ করিয়া মসজিদে যাইবে। পুর্ব্বতন অনেক মোসলমান এরূপ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন যে যাঁহারা কামারের কায করিতেন, তাঁহারা লোহা পিটিবার জন্য হাতড়ী উঠাইয়াছেন, এমত সময়ে আঁজার ডাক (ডাকনমাজের শব্দ) শুনিতে পাইলে অমনি সেই হাতড়ী রাখিয়া নমাজে যাইয়া যোগ দিতেন। চামার শিলাই করার জন্য চামড়াতে সূচ বিঁধাইয়া আঁজার

শব্দ শুনিতে পাইলে অমনি তাহা রাখিয়া বাহিরে চলিয়া আসিত এবং নমাজে যাইয়া যোগ দিত।

৪র্থ। বাজারে ঈশ্বরের প্রসঙ্গে তাঁহার স্মরণ মননে নিরস্ত থাকিবে না। সাধ্যানুসারে মন এবং জিহ্বাকে নিবৃত্ত রাখিবে না। ইহা মনে করিবে যে এ বিষয়ে অবহেলাতে যে উপকার হারাইতে হয়, সমুদয় জগতের উপকার তাহার তুলনার যোগ্য হইতে পারে না। যাহারা ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন, তাহাদের নিকটে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ করাতে অনেক পুণ্য। যাঁহারা ঈশ্বর বিস্মৃত বিষয়ী লোকদিগকে ঈশ্বরের নাম শুনান, তাঁহাদের নামে সহস্র সহস্র পুণ্য লেখা হয়। যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত ভাবে ধর্ম্মাচরণের উদ্দেশ্যে উপজীবিকা সংগ্রহের জন্য বাজারে যাইবে সে প্রকৃত উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি শুদ্ধ অধিক ধনোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় যাইবে, তাহাদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধন হইবে না। বরং সে যদ্যপি মস্‌জিদে নমাজে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার মন চঞ্চল থাকিবে ও দোকানের হিসাব ভাবিবে।

৫ম। বাজারে থাকিয়া অধিক সময় কাটাইবার লালসা করিবে না। সর্ব্বাগ্রে বাজারে যাওয়া ও সকলের শেষে চলিয়া আসা এরূপ করা উচিত নয়। শাস্ত্রে লেখা আছে যে, সকল স্থান অপেক্ষা মন্দ স্থান বাজার। যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে বাজারে যায় সর্ব্ব শেষে তথা হইতে ফিরিয়া আসে, বাজারীদিগের মধ্যে সেই অধিক মন্দ। দোকানদারদিগের উচিত আপনাদের সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়া লয় যে যে পর্য্যন্ত জ্ঞানালোচনা এবং প্রাতঃকালের উপাসনা ও নাম জপ হইতে অবসর লাভ না করে সে পর্য্যন্ত বাজারে না যায়, এবং যখন সেই দিনের জীবিকা নির্ব্বাহের উপযুক্ত লাভ হইয়াছে দেখে, তখনই বাজার হইতে ফি

রিয়া আসে ও মন্দিরে যাইয়া পরলোকের উপজীবিকা সঞ্চয় করে। যেহেতু পরকালের জীবন অতিশয় দীর্ঘ এবং সেই জীবনের জন্য অনেক উপজীবিকার প্রয়োজন। সাধারণ লোক উক্ত উপজীবিকা বিষয়ে নিতান্ত নিঃস্ব ও দরিদ্র।

৬। সন্দেহজনক সামগ্রী হইতে দূরে থাকিবে। মাল হারাম অর্থাৎ অবৈধ সামগ্রী গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা করিলে অপরাধী হইবে। কোন দ্রব্যে সন্দেহ হইলে, যদি তুমি হৃদয়শালী হও, তাহার ক্রয় সম্বন্ধে আপন হৃদয়কে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিবে, ব্যবস্থাপক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন রাখে না। মন যে জিনিশে অসন্তোষ প্রকাশ করে, তাহা ক্রয় করিবে না। ইহাই উত্তম কল্প। দৌরাত্ম্যকারী ও তৎসম্বন্ধীয় লোকের সঙ্গে ব্যবসায় করিবে না। কোন অত্যাচারীর নিকটে ধারে জিনিষ বেচিবে না। যে জিনিষ অত্যাচার সম্বন্ধে সহায়তা করে জান তাহা ও অত্যাচারীর নিকটে বিক্রী করিবে না, তাহা করিলে তুমি তাহার পাপের অংশী হইবে। বস্তুতঃ যে সে লোকের সঙ্গে ব্যবসায় করিবে না, বরং যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায় করা উচিত তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া লইবে।

৭ম। যাহার সঙ্গে ব্যবসায় করিবে, লেনা দেনায়, কথায় ও কার্য্যে তাহার সঙ্গে সত্য সাধুতা রক্ষা করিবে। ইহা নিশ্চিত জানিবে যে পরমেশ্বর তোমা হইতে হিসাব লইবেন এবং তোমার বিচার করিবেন। এক জন ভদ্রলোক এক পরলোকগত বণিক্‌কে স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "ঈশ্বর তোমার সঙ্গে কি কি করিয়াছেন ?" সওদাগর বলিল যে " তিনি পঞ্চাশ হাজার খাতা আমার নিকটে উপস্থিত করেন। আমি নিবেদন করিলাম প্রভো ! এই সকল খাতা কাহার ? আজ্ঞা হইল, তুমি পঞ্চাশ হাজার লোকের সঙ্গে কারবার করিয়াছ, সেই সকল লোকের প্রত্যেকের এই

এক একটী খাতা। অতঃপর সেই সওদাগর সেই ভদ্রলোকটীকে বলিল যে আমি যে যে ব্যক্তির সঙ্গে যেরূপ আচরণ করিয়াছিলাম, সেই সকল খাতাতে তাহার আদ্যোপান্ত লেখা রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম।" ফলতঃ প্রবঞ্চনা করিয়া তুমি কাহারও ক্ষতি করিলে, এক তিল প্রমাণ ক্ষতির জন্যও তুমি ধরা পড়িবে।

৮ম। বিক্রেয় দ্রব্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিবে না। তাহা করিলে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও অত্যাচার হইবে। বরং যখন ক্রেতা আপনা হইতে দ্রব্যের গুণ বুঝিতে পারে তখন তাহার যথার্থ প্রশংসাও করিবে না, কেননা তাহাতে নিরর্থক বাক্য বলা হইবে। মনুষ্য যখন যে কথা বলিয়া থাকে, ঈশ্বর প্রশ্ন করেন "তুমি এই কথা কেন বলিলে?" বৃথা কথা বলা হইলে বক্তা পরমেশ্বরের নিকটে নির্দ্দোষী হয় না। ইনবুস বন্ আবিদ নামক একজন ধার্ম্মিক লোক রেশমী কাপড়ের বাণিজ্য করিতেন, তিনি সেই কাপড়ের কখন প্রশংসা করিতেন না। এক দিন কাপড় বাহির করিতে ছিলেন, এমন সময়ে ক্রেতার সম্মুখে তাঁহার এক শিষ্য বলিল "প্রভো! আমাকে এক খানা স্বর্গীয় বস্ত্র দান করুন" ইনযুস ইহা শুনিয়া আর সেই বস্ত্র বাহির করিলেন না। পাত্র শুদ্ধ তাহা ফেলিয়া দিলেন, ঐ কথায় কাপড়ের অযথা প্রশংসা হইয়াছে বলিয়া তাহা আর বিক্রী করিলেন না। ঈশ্বরের নামে বলিতেছি এই বলিয়া শপথ করাও ভয়ানক পাপ। যদি সত্য শপথও হয়, তথাপি সামান্য কার্য্যে ঈশ্বরের নাম করা বেআদবী। ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, যে সকল সওদাগর কথায়২ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে, তাহাদিগকে ধিক্ এবং যে সকল ক্রেতা কাল পরশ্ব করিয়া মূল্য ভাঁড়াইয়া থাকে তাহাদিগকেও ধিক্। ধর্ম্ম পুস্তকে ইহাও লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি শপথ

করিয়া বিক্রী করিবে, পরলোকে ঈশ্বর তাহার দিকে স্নেহ দৃষ্টি করিবেন না।

৯ম। দ্রব্যের কোন দোষ ক্রেতার নিকট গোপন করিবে না। যথার্থ দোষ বলিয়া দিবে, দোষ গোপন করিলে প্রবঞ্চক, অত্যাচরী পাপী হইবে। যদি কাপড়ের শুদ্ধ মুখ পাত দেখাও কিম্বা ভাল দেখাইবে বলিয়া অন্ধকারের মধ্যে কাপড় দেখাও, তবে অত্যাচারী প্রবঞ্চক হইবে। এক দিন মহাপুরুষ মোহিম্মদ গম বিক্রেতার দোকানের দিকে গিয়াছিলেন। সেখানে গম রাশীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি গম পুঞ্জে হাত দিয়া দেখিলেন তাহা ভিজা। তিনি বলিলেন "এরূপ কেন?" বিক্রেতা নিবেদন করিল, "ভিজা গম বটে।" সেই মহাত্মা বলিলেন "এই গম বিক্রয়ের জন্য বাহির করিও না।" পরে বলিলেন "যে ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করিবে, আমি তাহাকে আমার ধর্ম্মমতাবলম্বী বলিব না।" এক ব্যক্তি তিন শত টাকা মূল্যে এক উট বিক্রী করে, সেই উটের পায়ে কিছু দোষ ছিল, বিক্রয় কালে মহাত্মা মোহম্মদের এক জন শিষ্য সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, উটের পায়ের পীড়া প্রথমতঃ তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, পরে স্মরণ হইল। তখন ক্রেতার পশ্চাতে২ দৌড়িয়া গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন এই উটের পায়ে দোষ আছে। ক্রেতা ফিরিয়া বিক্রেতা হইতে সেই তিন শত টাকা ফেরত লইল এবং উট ফিরাইয়া দিল। তখন বিক্রেতা সেই দোষবক্তাকে বলিল "তুমি এই বিক্রয়ে কেন বাধা দিলে?" তিনি বলিলেন, "কোন দ্রব্য বিক্রয়কালে তাহার দোষ গোপন করা আমি অন্যায় বলিয়া জানি, এবং যিনি তাহা দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকেন তিনিও অন্যায় করেন বলিয়া বিশ্বাস করি।"

১০ম। ইহা মনে রাখিবে যে প্রবঞ্চনাতে লাভের বৃদ্ধি হয় না, বরং বাণিজ্য ও বাণিজ্যদ্রব্যের গৌরব চলিয়া যায় এবং উন্নতির ব্যাঘাত হয়। প্রবঞ্চনাও চতুরতাতে ক্রমে২ যাহা কিছু সঞ্চিত হয়, এক সময় এমত কোন দুর্ঘটনা ঘটে যে তাহাতে সেই সমুদয় সঞ্চিত ধন বিনষ্ট হইয়া যায়, প্রবঞ্চনাজনিত অত্যাচারের ফলটী কেবল ভাগ্যে থাকে। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন যে "ব্যবসায়ে অধর্ম্ম হইলে গৌরব চলিয়া যায়।" গৌরব কি? কাহার জিনিষ অল্প আছে, কিন্তু সেই জিনিষে তাহার ফল অধিক অর্থাৎ সেই দ্রব্যে অনেক লোকের সুখবৃদ্ধি ও নানা প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। ইহাকেই গৌরব বলা যায়। এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহার প্রচুর পণ্যদ্রব্য আছে, কিন্তু সেই দ্রব্য তাহার ইহলোক ও পরলোকের দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়াছে। তদ্দ্বারা তাহার কিছুই শুভ ফল হয় না। অতএব গৌরব অন্বেষণ করা চাই। গৌরব সাধুতেই হইয়া থাকে। বরঞ্চ লাভের বৃদ্ধি সাধুতাতে হয়; যে ব্যক্তি সাধু বণিক্ বলিয়া বিখ্যাত, সকলেই তাহার সঙ্গে কারবার করিতে ইচ্ছা করে, তাহাতে তাহার বিলক্ষণ লাভ হয়। আর যে প্রবঞ্চক বলিয়া পরিচিত হয়, তাহার সঙ্গে কারবার করিতে কাহার প্রবৃত্তি হয় না।

১১শ। আর একটী বিষয় এই, ইহা তোমার মনে করা উচিত যে ইহলোকে শত বৎসরের অধিক আমার জীবন নহে, পরকাল অশেষ। বল এ অবস্থায় ইহা কি প্রকারে উচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পার যে অল্প দিনের সাংসারিক জীবনের জন্য ধন বৃদ্ধিতে রত থাকিয়া অনন্তকালের জীবনকে নষ্ট করিবে। সর্ব্বদা এই সকল কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ছলনা চাতুরী অন্তরে স্থান পাইবে না।

১২শ। সর্ব্ব প্রকার ব্যবসায় ও কারবারে প্রবঞ্চনা নিষিদ্ধ।

প্রতারণার কার্য্যই পাপ। কোন সাধু লোকের নিকটে কেহ বন্ধু করার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি বলিলেন "নিজের পরিধানের জন্য বস্ত্র বন্ধু করিতে পার, কিন্তু বিক্রীর জন্য নয়, যে ব্যক্তি প্রবঞ্চনা করিবার জন্য বন্ধু করে সে অপরাধী। সেই কার্য্যে সে যাহা পারিশ্রমিক লাভ করে, তাহা হারাম (অবৈধ)।

১৩শ। পরিমাণে প্রতারণা করিবে না। ঠিক মাপ দিবে। ঈশ্বরের এই বাণী "যাহারা দিবার সময় কম ওজন করে, এবং লইবার সময় অধিক, তাহাদের দুর্গতি হইবে।" পূর্ব্বতন সাধু-লোকদিগের এরূপ স্বভাব ছিল যে যখন তাঁহারা কিছু তুল করিয়া লইতেন, অর্দ্ধ রতি কম লইতেন দিবার কালে অর্দ্ধ রতি বেশী দিতেন, এবং বলিতেন "এই সাধ্ রতি আমাতে আর নরকেতে আড় আছে, এজন্য ভয় পাই যে পাছে বা ঠিক পূর্ণ পরিমাণ না হইয়া উঠে।" এবং ইহাও বলিতেন যে "যে ব্যক্তি স্বর্গকে অর্দ্ধ রতিতে বিক্রী করে—অর্দ্ধ রতি যোগে পুণ্যের সঙ্গে পাপের বিনিময় করে সে নিতান্ত নির্ব্বোধ।" মহাপুরুষ মোহম্মদ যখন কোন দ্রব্য ক্রয় করিতেন তখন বিক্রেতাকে বলিতেন মূল্যের অনুরূপ তুল কর এবং ঝুকাইয়া তুল কর। একব্যক্তি কাহাকে দিবার জন্য রৌপ্য তুল করিতেছিল, রূপার উপরে কিছু কিছু ময়লা পড়িয়াছিল, সে সেই ময়লা সকল পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। তাহা দেখিয়া ফজিল নামক কোন ধার্ম্মিক পুরুষ তাহাকে বলিলেন "মক্কা দর্শন করিলে যে ফল হয়, তোমার এ কার্য্যটীতে তাহা হইল।" যেব্যক্তি দুই দাড়ি পাল্লা রাখে, একটীতে মাপিয়া নিজে গ্রহণ করে, অন্য পাল্লাতে বিক্রী করে, সে ঘোর প্রতারক। যে কাপুড়ে কিনিবার সময় কাপড় ঢিলা করিয়া মাপে, বেচিবার সময় টেনে মাপে সেও তদ্রূপ। যে মাটী মিশাল দিয়া শস্য বিক্রী করে সেও তদ্রূপ। এ সমুদায় কার্য্য নিষিদ্ধ। সমুদায় কারবারে

সকলের সঙ্গে ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে "যাহার নরকে গতি হয় না এমত লোক দুর্লভ, কিন্তু যাহারা ন্যায় পথের পথিক, তাহারা শীঘ্র মুক্তি পাইবে।" জিনিষের নিরিখে কোনরূপ ছল করিবে না, দর গোপন রাখিবে না। কাফিলা (সওদাগরের দল) পহুঁছিবার পুর্ব্বেই লোকে শহরে যাইয়া শস্তা কিনিবার জন্য যে নিরিখ গোপন করে তাহা নিষিদ্ধ। এরূপ করিলে বিক্রয় অসিদ্ধ হয়।

অন্য লোকে সত্য জানিয়া অধিক মূল্য দিয়া কিনিবে এই উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে দর চড়াইয়া কোন দ্রব্য লওয়া নিষেধ। যদি কোন ব্যক্তি অন্যকে প্রতারণা করিবার জন্য বিক্রেতার দ্বারা এইরূপ ব্যবহার ঠিক করিয়া লয়, তবে যখন তাহার গূঢ় কথা প্রকাশ পাইয়া পড়িবে, তখনই সেই বিক্রয় অসিদ্ধ হইবে। এরূপ রীতি আছে যে বাজারে মাল রাখিয়া দেওয়া হয়, প্রকৃত পক্ষে যে ব্যক্তি ক্রয় করিবে না সে তাহার দর বাড়াইয়া দেয়, এপ্রকার করা পাপ। যে অচতুর বিক্রেতা দ্রব্যের মূল্য জানে না, শস্তা বিক্রী করে, তাহা হইতে জিনিষ কেনা অনুচিত; এবং যে ভোলা প্রকৃতি ক্রেতা দর জানে না, অধিক দরে জিনিষ কেনে তাহার হস্তে বিক্রী করা অন্যায়। বিক্রেতা প্রকৃত দর গোপন করিলেই অপরাধী হইবে। বসোরাতে এক সওদাগর ছিলেন। সোস শহর হইতে তাঁহার ভৃত্য তাঁহাকে এরূপ লিখিয়াছিল যে "এবার এখানে ইক্ষুর ফসল নষ্ট হইয়াছে, অন্য কেহ জানিবার পুর্ব্বে প্রচুর ইক্ষু কিনিয়া পাঠাইবেন।" সেই সওদাগর তদনুসারে বিস্তর ইক্ষু ক্রয় করেন ও যথাসময়ে পাঠাইয়া দেন। তাহাতে ত্রিশ হাজার টাকা লাভ হয়। পরে তিনি মনে২ এইরূপ খেদ করেন যে আমি একজন মোসলমানকে ঠকাইয়াছি। আকের ফসল যে নষ্ট হইয়াছে ইহা আমি সেই আক বিক্রেতার

নিকটে গোপন রাখিয়াছি। এ কাযটী কখন ন্যায়সঙ্গত হয়নাই। অতঃপর সেই ত্রিশ হাজার টাকা লইয়া তিনি ইক্ষু বিক্রেতার সন্নিধানে উপস্থিত হন এবং বলেন "এ তোমার টাকা, গ্রহণ কর" সে জিজ্ঞাসা করিল "কেমন করিয়া এ টাকা আমার হইল?" তখন সওদাগর সমুদায় ইতিহাস জানাইলেন। সে বলিল "যাহা হউক এইক্ষণ আমি ইহা তোমার বলিয়া গ্রাহ্য করিলাম।" তৎপর সওদাগর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া এ প্রকার ভাবিতে লাগিলেন, যে সে তো চক্ষু লজ্জায় এরূপ বলিয়াছে, এ দিকে আমি তো তাহাকে ঠকাইয়াছি। আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। পর দিন পুনর্ব্বার টাকা লইয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং গ্রহণের জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পরে সে বাধ্য হইয়া সেই ত্রিশ হাজার টাকা গ্রহণ করে।

বেচা কেনায় সত্য বলা উচিত, তাহার মধ্যে যেন কোন রূপ ছল না থাকে, যদি জিনিষে কোন নোক্‌সান থাকে, তাহা জানাইবে। যদি অধিক দরে কোন জিনিষ কেনা হইয়া থাকে, ইহাও বলিয়া দিবে। যদি প্রথমতঃ জিনিষ শস্তা কেনা হইয়া থাকে, পরে তাহার দর বাড়িয়া গিয়াছে এরূপ হয় তবে পূর্ব্ব দর প্রকাশ করিয়া বলিবে। দশ টাকা দরের কোন জিনিষ যখন সেই দরে বাজারে বিক্রী হয় না, তখন সেই দশ টাকা দর বলিবে না। এ বিষয়ের বিবরণ দীর্ঘ, এ সকল ব্যাপারে ক্রেতা বিক্রেতা অনেক অন্যায় করে, অথচ অন্যায় বলিয়া জানে না। প্রকৃত কথা এই, মনুষ্য আপনার প্রতি যে প্রতারণা ভাল না বাসে, তাহা যেন অন্যের প্রতিও ভাল না বাসে। এই কথাটীকে আপনার সম্বন্ধে পরীক্ষণীয় করিয়া রাখিবে। যে ব্যক্তি আসল দর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কিছু ক্রয় করে, সে মনে করে যে আমি খুব বুঝে

কিনিছি, ঠিক কিনিছি, কিন্তু এ বিষয়ে ছলনা আছে জানিতে পা-
রিলে সেই ক্রেতা কখন সম্মত হয় না।

পূর্ব্বে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা ন্যায়াচার সম্বন্ধীয়। লোকে
যাহাতে ক্রয় বিক্রয় কালে প্রবঞ্চনা অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়,
উল্লিখিত প্রস্তাবের এই উদ্দেশ্য। এই ক্ষণ কারবার উপলক্ষে
উপকার সাধন কি রূপে করিতে হইবে তদ্বিষয়ে বলা যাইতেছে।
ঈশ্বর বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি উপকার করে, নিশ্চয় সে আমার
অনুগ্রহ পাইবে।" যে জন শুদ্ধ ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে সে ধ-
র্ম্মকে বাঁচাইয়াছে মাত্র। কিন্তু জীবনের লাভ উপকারসাধনে।
যে ব্যক্তি কোন কারবারেই পরকালের লাভ ছাড়িয়া না দেয়,
সে যথার্থ বুদ্ধিমান্।

এ বিষয়ে ছয়টী উপায়ে উপকার সাধন হয়। ১ম—ক্রেতা
আপন কোন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন বশতঃ সম্মত হইলেও বিক্রেতা
জিনিযের অধিক মুনাফা লইবে না। শক্তি নামক এক জন ধা-
র্ম্মিক পুরুষ দোকানদারী করিতেন, তিনি শত করা পাঁচ টাকা
করিয়া মুনাফা লইতেন। একবার তিনি ষাট্ টাকার বাদাম কি-
নেন, ইহার কিছু কাল পরেই বাদামের দর বাড়িয়া যায়। এক
জন দালাল তাঁহার নিকটে সেই বাদাম চাহে, শক্তি তাহাকে
৬৩ টাকাতে তাহা বিক্রী করিতে বলেন। দালাল বলিল, "এই
বাদমের দর নব্বই টাকা।" তিনি বলিলেন "আমি মনে মনে
সঙ্কল্প করিয়াছি যে শত করা পাঁচ টাকার অধিক মুনাফা লইব
না। এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা উচিত বোধ করি না।" তখন
দালাল বলিল "আমি ও তোমার মাল বাজার দরের অপেক্ষা
কমদরে বিক্রী করা উচিত মনে করি না।" বস্তুতঃ দালালও সেই
বাদাম বিক্রী করিল না, শক্তিও অধিক মূল্য লইতে সম্মত হইলেন
না। মোহম্মদ নামক এক জন সাধু দোকানদার ছিলেন। তিনি

কাপড় বিক্রী করিতেন। তাঁহার নিকটে কয়েক থান কাপড় ছিল, কোন থানের দর দশ টাকা, কোন থানের পাঁচ টাকা ছিল। মোহম্মদের অসাক্ষাতে তাঁহার ভৃত্য পাঁচ টাকা দরের এক থান দশ টাকা দরে এক জনের নিকটে বিক্রী করে। মোহম্মদ দোকানে আসিয়া ইহা জানিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ ক্রেতার অনুসন্ধানে বাহির হয়েন। সমুদায় দিন অনুসন্ধানের পর তাহাকে পাইয়া বলিলেন "তুমি যে কাপড় কিনিয়াছ, তাহার দর ৫ পাঁচ টাকার অধিক নয়।" খরিদদার বলিল "আমি আপন খুসিতে লইয়াছি, তাহাতে তোমার কিছু দোষ নাই।" মোহম্মদ বলিলেন "যাহা আমি নিজের জন্য ভাল বাসি না, তাহা অন্য কোন লোকের জন্যও ভাল বাসিব না। হয় সেই বিক্রয় ভঙ্গ কর, নয় পাঁচ টাকা ফেরত লও, অন্যথা আমার সঙ্গে আসিয়া এই থানের বদলে ভাল এক থান লইয়া যাও।" তখন ক্রেতা অগত্যা মোহম্মদ হইতে পাঁচ টাকা ফেরত লইল। পূর্ব্বতন ধার্ম্মিক দোকানদারদিগের এরূপ স্বভাব ছিল, যে তাঁহারা কারবার অধিক করিতেন, মুনাফা কম লইতেন; অধিক মুনাফা লওয়া অপেক্ষা তাঁহারা ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন। মহাত্মা আলি কুফা নগরের বাজারে বেড়িয়া বেড়িয়া এই বলিতেন "দোকানদারগণ! অল্প মুনাফাতে বিমুখ হইও না, বিমুখ হইলে অধিক মুনাফায় বঞ্চিত থাকিবে।" আব্দুল রহমান্ নামক এক জন ধার্ম্মিক পুরুষকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে "আপনার এত ঐশ্বর্য্য কিসে হইল?" তিনি বলিলেন "আমি অল্প লাভকে তুচ্ছ করি নাই, তাহারই জন্য। যখন যাহা কিছু লাভ পাইতাম, তখন তাহাতেই জিনিষ বিক্রী করিয়া ফেলিতাম। এক দিন হাজার উট হাজার পয়সা মুনাফায় বিক্রী করিয়াছিলাম।"

২। গরিব দুঃখীর মাল অধিক দরে কিনিবে, তাহাতে সে

সুখী হইবে। ইচ্ছা পূর্ব্বক দর বাড়াইয়া দুঃখিনী বিধবা হইতে সুতা, শিশু বালক হইতে ফলাদি কিনিবে। ইহাতে দান অপেক্ষাও অধিক ফল। যে জন ইহা করিবে সে পেগাম্বর মোহম্মদের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি ক্রয় বিক্রয়ে উপকার সাধন করে, ঈশ্বর তাহাকে ভাল বাসেন।" কিন্তু ধনীর নিকট হইতে অধিক মূল্যে জিনিষ ক্রয় করাতে পুণ্য নাই, কেবল অর্থ ক্ষতি। বরং তর্কবিতর্ক করিয়া ধনী দোকানদার হইতে শস্তা দরে জিনিষ কেনা উচিত! এমাম হোসেন এইরূপ চেষ্টা করিতেন। তিনি যাহা কিনিতেন অনেক যাচিয়া শস্তা দরে কিনিতেন। কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছিল, যে "আপনি প্রতি দিন হাজার হাজার টাকা দান করেন, একটী সামান্য জিনিস কিনিতে এত তর্ক করেন কেন?" তিনি বলেন "আমি যাহা দান করি, তাহা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকি, ঈশ্বরের পথে যত অধিক কেন দেওয়া যাউক না, তাহাতেও অল্প। কিন্তু ক্রয় করিতে যাইয়া ঠকিয়া আসিলে বুদ্ধি এবং অর্থের ক্ষতি।

৩। মূল্য লওয়ার সময় তিন প্রকারে ক্রেতার উপকার করা যাইতে পারে। (১) অল্প মূল্য গ্রহণ করিয়া (২) মেকী বা ভগ্ন টাকা পয়সা লইয়া (৩) জিনিষ ধারে বিক্রী করিয়া। হজরত মোহম্মদ বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি লেনা দেনার সময়ে পরের হিতসাধন করে, সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় ও তাঁহাহইতে উপকার লাভ করে।" আবশ্যক মতে খরিদদারকে জিনিষ ধারে দেওয়া অত্যন্ত উপকারের কার্য্য। যাহার কিছুই নাই, তাহার নিকটে কিছু ধারে বিক্রী করা কর্ত্তব্য। এরূপ কার্য্যকে ঠিক উপকার সাধন বলা যায় না, ন্যায্য কার্য্য বলা যাইতে পারে। যদি ক্রেতা নির্ধন না হয় কিম্বা তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রী

না করিলে সে মূল্য দান করিতে পারে না এমত হয়, তবে তা-হাকে জিনিষ ধারে দিলে উহা উপকারের মধ্যে গণ্য হইবে এবং ইহা খয়রাত (দান) স্বরূপ। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে যদি কেহ কোন নির্দ্ধারিতসময়ের জন্য কাহাকে কোন বস্তু দান করে, তবে সেই নির্দ্দিষ্ট কালের প্রত্যেক দিন সেই ব্যক্তি সেই বস্তুর দানের ফল প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বকালে কোন কোন ধার্ম্মিক পুরুষ ঋণ দান করিয়া পরে ইচ্ছা করিতেন না যে ঋণ গ্রহীতা সেই ঋণ পরিশোধ করে, যেহেতু তাঁহারা মনে করিতেন যে প্রতিদিন সেই ঋণের জন্য তাঁহাদের নামে দানের ফল লিখা হইয়া থাকে। * মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে "স্বর্গের দ্বারে লিখিত আছে যে, দানের একটী পয়সা দশ পয়সার তুল্য এবং ঋণদানের একটী পয়সা আঠার পয়সার সদৃশ।" তাহার কারণ এই যে যাহার নিতান্ত প্রয়োজন সেই ব্যক্তিই ঋণ গ্রহণ করে। দান হয়ত য-থার্থ প্রার্থীর হস্তগত নাও হয়।

৪। তাগাদা করার পুর্ব্বে ঋণ পরিশোধ করিলে ঋণদাতার সম্বন্ধে উপকার করা হয়। ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার ঘরে যাইয়া স্বহস্তে টাকা পয়সা পঁহুছাইয়া দিবেন, তাহাকে আপনার নিকটে ডাকিয়া আনিবেন না। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে "তোমাদের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ, যাহারা উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।" শাস্ত্রে ইহাও উল্লিখিত আছে "যদি কেহ ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা উত্তমরূপে পরিশোধ করার সঙ্কল্প করে, তাহা হইলে পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া কয়েক জন ফেরেস্তাকে (দেবতাকে) তাহার রক্ষার জন্য নিযুক্ত করেন, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিতে থাকেন সে যেন সুন্দররূপে ধার শোধ করিতে পারে।" ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে

---

* মহম্মদীয় শাস্ত্রে ঋণ দান করিয়া সুদ গ্রহণ করা গর্হিত পাপ বলিয়া উল্লিখিত আছে।

সামর্থ্য সত্ত্বেও যদি তদ্বিষয়ে বিলম্ব করে, তবে সে অত্যাচারী ও অপরাধী হইবে। সে ব্রতোপবাস বা উপাসনা করুক কি নিদ্রায় থাকুক সকল অবস্থায়ই সে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভে বঞ্চিত থাকিবে। নগদ টাকা যাহার হাতে আছে সেই যে শুধু ঋণ পরিশোধে সমর্থ, তাহা নয়। যদি কোন দ্রব্য বিক্রী করিবার ক্ষমতা থাকেও তাহা বিক্রী করিয়া ঋণ পরিশোধ না করে, তাহা হইলে ঋণগ্রহীতা অপরাধী হইবে। যদি তুমি অচল টাকা পয়সা দান কর ও ঋণদাতা তাহা বিরক্তির সহিত গ্রহণ করে, তাহা হইলেও অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহাকে উত্তমরূপে সম্মত না করিবে অপরাধ হইতে মুক্তি পাইবে না। এটী অত্যন্ত অপরাধ, কিন্তু লোকে ইহাকে সেরূপ পাপ বলিয়া মনে করেনা।

৫। যাহার সঙ্গে কারবার করিবে যদি সে ব্যক্তি কারবার করিয়া ক্ষতি হইল বলিয়া দুঃখিত হয়, তবে সেই কারবার ভঙ্গ করিবে। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন যে “ যে ব্যক্তি কারবার করিয়া কোন সদুদ্দেশ্যে তাহা ভঙ্গ করে, যেন তাহা করে নাই এরূপ মনে করে, ঈশ্বর তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করেন।” এ বিষয়ে অত্যন্ত পুণ্য। ইহাও পরোপকারের মধ্যে গণ্য।

৬। অল্পপরিমাণ হইলেও প্রার্থীকে কোন দ্রব্য এই উদ্দেশ্যে ধার দেওয়া কর্ত্তব্য যে, যে পর্য্যন্ত পরিশোধ করার ক্ষমতা না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহার নিকটে চাহিবে না, সে মরিয়া গেলে উহা তদুদ্দেশ্যে দান বলিয়া গণ্য করিবে। পূর্ব্বকালীয় অনেক ব্যবসায়ী লোক হিসাবের স্মরণীয় দুইটী খাতা রাখিতেন। একটী খাতায় “ অপর লোক ” বলিয়া লিখিয়া রাখিতেন, উহা দ্বারা সমুদয় গরিব ভিক্ষুক বুঝাইত। কেহ কেহ দুঃখি ভিক্ষুকদিগের নামে কোন অঙ্কপাত করিতেন না। সে মরিয়াগেলে

তাহার উত্তরাধিকারী সেই সকল ভিক্ষুকের নিকটে টাকা যাচ্ঞা না করে এই উদ্দেশ্যছিল।

ধার্ম্মিক লোকদিগের কারবারই এই প্রকার হয়। সাংসারিক কারবারেই ধার্ম্মিকদিগের গৌরব বুঝা যায়। যে জন অধর্ম্মের টাকা পয়সাকে পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দেয়, সেই ব্যক্তিই ধার্ম্মিক। কারবারে মেকি টাকা বা পয়সা চালাইলে সাধারণের অপকার হয়। গ্রাহক উহা চিনিতে না পারিলে প্রদাতা তাহার প্রতি অত্যাচার করিলেন। চিনিয়া গ্রহণ করিলেও হয়ত পরে সে তদ্দ্বারা আবার অন্য জনকে ঠকায়। তৎপর সেই প্রবঞ্চিত ব্যক্তি তাহা দ্বারা আর এক জনকে প্রবঞ্চনা করে। এই প্রকার দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রবঞ্চনা চলিতে থাকে। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি এই প্রতারণার কার্য্যটী করে সেই এই সমুদয় অত্যাচারের মূল। এজন্য কোন সাধুলোক বলিয়াছেন যে "একটী মেকী টাকা দেওয়া এক শত টাকা চুরী করা অপেক্ষা অধিক পাপ। যেহেতু চুরীর পাপ সাময়িক, উহা চুরী করার সময়ে উৎপন্ন হয়, সম্ভবতঃ চোরের মরণান্তে উহা শেষ হইয়া যায়। কিন্তু সে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য, যে নিজে মরে যায় কিন্তু তাহার পাপের মৃত্যু হয় না। এইরূপ পাপ শত শত বৎসর বিদ্যমান থাকাও অসম্ভব নয়।" মেকী টাকা বা মোহর সম্বন্ধে চারিটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এক, মেকী টাকা বা মোহর যাহার হাতে পড়িবে তাহার উচিত যে উহা কূপে ফেলিয়া দেয়। ২য়, দোকানদার প্রভৃতির উচিত যে মুদ্রার পরীক্ষা শিক্ষা করে যেন কোন্ কোন্ টাকা মেকী সহজে চিনিয়া উঠিতে পারে। মেকী টাকা আপনি লইব না, এই লক্ষ্য না রাখিয়া ইহাদ্বারা অন্যকে ঠকাইব না এরূপ লক্ষ্য যেন থাকে। যে ব্যক্তি টাকার পরীক্ষা শিক্ষা করিবে না এবং ধোকায় পড়িয়া

মেকী টাকা মোহর চালাইবে সেও অপরাধী হইবে। যেজন যে বিষয়ের কারবার করিবে, তাহার সেই কারবার সম্বন্ধে বিদ্যা-শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তৃতীয়, মেকী টাকা এই মানসে লও, যেরূপ মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন "যেব্যক্তি লেনা দেনায় সরল ব্যবহার করে, ঈশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন।" তাহাহইলে ভাল কায হইবে। যদি কূপে ফেলিয়া দিবার মানসে মেকী টাকা লও, ভাল। চতুর্থ, মেকী সিক্কা তাহাই যাহাতে চাঁদি সোণা একেবারে নাই। যদি তাহা খরচ করিতে চাও, তবে দুইটী কর্ত্তব্য আছে। এক, অন্তকে দিবার বেলা বলিয়া দিবে উহা কিরূপ ধাতু, কোন গোপন করিবে না। ২য়তঃ যাহার সাধুতাতে তোমার বিশ্বাস আছে অর্থাৎ যাহাকে বিশ্বাস কর, যে এব্যক্তি কাহার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিবে না উহা তাহাকে দিবে; যদি জান এব্যক্তি ব্যয় করিবার সময়ে অপরকে "এই টাকা মন্দ" এরূপ প্রকাশ করিয়া বলিয়া দিবে না, তবে এ কার্য্যটী এরূপ হইবে যে এমন ব্যক্তির হস্তে আঙ্গুর ফল বিক্রী করা হইল, যেজন তদ্দ্বারা মদ্য প্রস্তুত করিবে, অথবা অস্ত্র এমন ব্যক্তির হস্তে বিক্রী হইল যে ক্রেতা তদ্দ্বারা ডাকাতি করিবে। এরূপ কার্য্য হারাম (শাস্ত্র নিষিদ্ধ)। কারবারে সাধুতা দুর্ল্লভ দেখিয়া পূর্ব্বকালীন ধার্ম্মিক লোকেরা সাধু সওদাগরদিগকে আবেদ (ঋষি) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

প্রজার প্রতি বিচারক ভূস্বামীর কর্ত্তব্য।

প্রভুত্ব করা বড় গুরুতর কায। যিনি ন্যায় অনুসারে এই কায করেন, তিনি এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ন্যায় ও দয়াশূন্য হইয়া যিনি কার্য্য করেন, তিনি দানব। জ্ঞান ও জ্ঞানানুযায়ী

কার্য্য হাকিমী বা কর্তৃত্বের মূল। কর্তৃত্ব সম্বন্ধীয় বিদ্যা যদিচ বহু বিস্তার কিন্তু তাহার সার এই:—

ভূস্বামীর ইহা মনে করা কর্তব্য যে ঈশ্বর তাহাকে এই পৃথিবীতে কি উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন ও তাহার যথার্থ বাসস্থান কোথায়? এই সংসার তাহার প্রবাসভূমি, নিবাস নয়। যেব্যক্তি পোলের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পোলের শোভা দেখিয়া সময় কাটায় সে বড় নির্ব্বোধ। সেই বুদ্ধিমান্ যেজন সংসাররূপ প্রবাসগৃহে পরলোকের পথসম্বল ব্যতীত আর কিছুই অন্বেষণ করে না। এই সংসারে যাহা কিছু লোক-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজন, সে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, যাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহাকে মারাত্মক বিষ মনে করে। মৃত্যুর সময়ে ধনী বড় মানুষের নিকটে তাহার সঞ্চিত স্বর্ণ অপেক্ষা মৃত্তিকাই শ্রেষ্ঠ। যত অধিক ধন সঞ্চিত করিয়া রাখিবে, তত অধিক দুঃখ খেদ হইবে, মৃত্যুর অবস্থা ভয়ঙ্কর হইবে। ন্যায়পথে থাকিয়া ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিলেই এরূপ হয়, যেব্যক্তি অন্যায় অত্যাচার করিয়া ধন সংগ্রহ করে, তাহার শাস্তি ইহা অপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর। কষ্ট স্বীকার না করিলে সংসার-কামনায় ধৈর্য্য ধারণ করা অসম্ভব। কিন্তু এ বিষয়ে যদি মনুষ্যের বিশ্বাস অটল থাকে, তবে সংসারের ভোগ সুখ যাহা আদ্যোপান্ত মলিন, তাহার জন্য পরলোকের সুখ যাহা অক্ষয় রাজত্ব ও যাহাতে কোনরূপ মলিনতা নাই তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে ইহা ভাবিয়া সে ঐ সাংসারিক ভোগ সুখে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে। ফলতঃ অনন্তকালের তুলনায় ইহজীবন কাল সহস্রাংশের একাংশও নয়। বরং সেই অনন্ত জীবনের সঙ্গে ইহজীবনের কোন তুলনাই হইতে পারে না। অনন্তকালের দীর্ঘতা মনুষ্য কল্পনা করিয়া উঠিতে সমর্থ নহে। মনে কর সাত স্বর্গ ও সাত পৃথিবী যেন সর্ষপকণাতে পূর্ণ ও সহস্র সহস্র বৎসর পরে

একটী চড়ুই পাখী আসিয়া এক একটী করিয়া সর্ষপ কুড়াইয়া লইয়া গেল, এইরূপে সেই সর্ষপপুঞ্জ শেষ হইল, ইহাতে যত সময় লাগিল তাহাতে নিত্যকালের একটুকু সময় কমিল না। আবার মনে কর মনুষ্যের ইহলোকের জীবন বড় অধিক হইলেও যেন একশত বৎসর, এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমুদয় রাজ্য যেন নিষ্কণ্টক ও পরিষ্কাররূপে তাহার হস্তগত, তথাপি পর জীবনের নিত্য রাজত্বের তুলনায় এ রাজত্বের মূল্য কি? পরন্তু সংসারে রাজত্বের কিঞ্চিন্মাত্র অংশ যাহার লাভ হইয়াছে, তাহাও নিষ্কণ্টক নয়, তাহার মধ্যে নানা জঘন্যতা, নীচতা একটী অপেক্ষা আর একটী প্রবল। তখন সেই নিত্য রাজত্বকে এই নিকৃষ্ট মলিন রাজত্বের বিনিময়ে বিসর্জ্জন করা কি কাহার কখন উচিত? ভূস্বামী হউন বা ভূস্বামীর অধীন লোকই হউন, সকলের কর্ত্তব্য যে এসকল বিষয় চিন্তা করেন ও ইহার গূঢ়ভাব সর্ব্বদা স্বীয় অন্তরে জাগরিত রাখেন। তাহা হইলে এই কয়েকটী দিন ভোগামোদে ধৈর্য্য ধারণ করা, প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করা, পরমেশ্বরের দাস মনুষ্যদিগকে উত্তম অবস্থায় রাখা—ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব পালন করা তাঁহার পক্ষে সহজ হইবে। যখন মনুষ্য ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন তখন ঈশ্বরের বিধি অনুসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, সংসারের মন্ত্রণা অনুসারে কায করিবেন না। ন্যায় অনুসারে কর্ত্তৃত্ব করা অপেক্ষা ঈশ্বরের নিকটে শ্রেষ্ঠ ও আদরণীয় তপস্যা আর নাই। যিনি ঈশ্বর প্রদত্ত রাজত্ব সম্পদের মর্য্যাদা বুঝিবেন না ও স্বেচ্ছাচারে ও অত্যাচারে রত রহিলেন তিনি শাস্তির উপযুক্ত হইলেন। নিম্নলিখিত দশটী নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রজাস্বামীকে চলিতে হইবে।

১। যখন কোন অভিযোগ উপস্থিত হইবে, তখন প্রজাস্বামী মনে করিবেন যে আমিও একজন প্রজা, রাজা অন্য এক-

জন আছেন। ভূস্বামী আপনার জন্য যাহা উচিত বোধ না করেন, তাহা অন্য কাহার জন্য যেন উচিত বলিয়া স্বীকার না করেন, করিলে অবিচার ও অন্যায় হইবে। কথিত আছে যে একদিন মহাত্মা মোহম্মদ বৃক্ষ ছায়াতে বসিয়াছিলেন। জেব্রিল আসিয়া তাঁহাকে বলিল " আপনি ছায়াতে আছেন আর আপনার বন্ধুগণ রৌদ্রে।" এই কথা শুনিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন " যদি কেহ নরক হইতে বাঁচিতে ও স্বর্গে যাইতে চাহেন, তাঁহার কর্ত্তব্য যে মরণকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বর অদ্বিতীয় এই বাক্য উচ্চারণ করেন, এবং যাহা আপনার জন্য মনোনীত করেন না, অন্যের সম্বন্ধেও তাহা যেন মনোনীত না করেন।

২। লোকে বিচারের জন্য দ্বারে যেন প্রতীক্ষা করিয়া না থাকে। প্রজার ক্ষতিকে যেন কোনরূপে উপেক্ষা করা না হয়, যে পর্য্যন্ত কোন বিচারার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত বিচারপতি অন্য বাহুল্য ধর্ম্ম সাধনাতে নিযুক্ত হইবেন না। বিচারার্থীর অভিযোগ শ্রবণ বাহুল্য সাধনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

৩। বিচারপতি স্বেচ্ছা পরবশ হইবেন না, ভাল খাওয়া পরায় রত থাকিবেন না। বরং সকল বিষয়ে লোভ শূন্য হইবেন। নির্লোভী না হইলে প্রকৃত বিচার হইয়া উঠে না।

৪। যথা সাধ্য প্রজাস্বামী সকল কার্য্যে কোমল ব্যবহার করিবেন। কঠোর হইবেন না। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন যে " যে বিচারক প্রজার সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে, ঈশ্বর তাহার সঙ্গে কোমল ব্যবহার করিবেন "। অপিচ তিনি ইহাও বলিয়াছেন " যে বিচারক কর্ত্তৃত্বের স্বত্ব পালন করে তাহার সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব উত্তম বস্তু, যে তদ্বিষয়ে ক্রটি করে তাহার পক্ষে মন্দ।" খলিফা হসাম নামক এক জন ভূস্বামী আবু খারজর্ম

নামক এক জন ধার্ম্মিক পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "কর্ত্তৃত্বপদে থাকিয়া মুক্তি লাভের উপায় কি?" তিনি বলেন "উপায় এই সত্য ও ন্যায়েতে কর গ্রহণ করিবে ও সত্য পথে তাহা ব্যয় করিবে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এরূপ কি কেহ করিতে পারে?" খারজম বলিলেন "যে ব্যক্তি নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে অপারগ ও স্বর্গকে ভালবাসে সে পারে।"

৫। বিচারক এরূপ চেষ্টা করিবেন যে সমুদায় প্রজা যেন ব্যবস্থার অনুগত হইয়া তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন "যে বিচারককে প্রজারা ভাল বাসে, বিচারকদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ, এবং প্রজারা যাঁহাকে শত্রু জ্ঞান করে ও অভিশাপ দেয় এবং যিনি প্রজাদিগকে শত্রু মনে করেন তিনি অধম।" লোকে প্রশংসা করিলে বিচারক যেন অহঙ্কৃত না হয়েন ও তিনি যেন ইহা মনে না করেন যে সকলে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট। অনেকে ভয়েতে তাঁহার প্রশংসা করিতে পারে। এক জন বিশ্বাসী লোক নিযুক্ত করা বিচারকের কর্ত্তব্য। সে তাঁহার সম্বন্ধে প্রজাদের কিরূপ মত অনুসন্ধান লইয়া জানাইবে। লোকে নিজের দোষ, সাধারণের প্রমুখাৎ ভাল জানিতে পারে।

৬। বিচারক সরার (শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার) বিরুদ্ধাচারী হইয়া কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে যাইবেন না। যে প্রজা সরার অনুযায়ী শাসনে অসন্তুষ্ট হইবে, সেই অসন্তোষেতে কিছুই ক্ষতি নাই। মদিনা নগরের বিচার পতি ওমর বলিয়াছেন "দিবা ভাগে যখন আমি গাত্রোত্থান করি, তখন অনেক লোক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে।" বিচারক যখন অত্যচারীকে শাস্তি দিবেন তখন তাহার অসন্তোষ অনির্ব্বার্য্য। বাদী প্রতিবাদীকে সন্তুষ্ট রাখা বড় কঠিন ব্যাপার। যে ব্যক্তি লোকের মনোরঞ্জন করিতে যাইয়া ঈশ্বরের প্রসন্নতা হারায় সে অত্যন্ত নির্ব্বোধ। আর্য্য আ-

য়াশাকে কেহ এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিল যে আপনি আমাকে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ উপদেশ দান করুন। তিনি এই উত্তর লিখেন, "আমি প্রেরিত মহাপুরুষের (মোহম্মদের) নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি মনুষ্যের অসন্তোষে সম্মত হইয়া ঈশ্বরের সন্তোষ আকাঙ্ক্ষা করে, পরমেশ্বর তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। যে জন ঈশ্বরের অসন্তোষে সম্মত হইয়া লোকের সন্তোষ অভিলাষ করে, ঈশ্বর তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হয়েন, লোকদিগকেও তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট করিয়া তোলেন।

৭। বিচারক ইহা মনে করিবেন যে প্রজার উপর কর্ত্তৃত্বের ভার গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নয়। যে ব্যক্তি কর্ত্তৃত্বের স্বত্ব আদায় করিতে পারেন, তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান্। যে তাহাতে কোনরূপ ত্রুটি করে, তাহার অতিশয় পাপ ও দুর্ভাগ্য। এবনে এক্কাস বলিয়াছেন, যে একদিন কতকগুলি কোরেশ লোকের সম্মুখে মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছিলেন যে "যে পর্য্যন্ত তিনটী কায চলিতে থাকিবে সে পর্য্যন্ত কোরেশ জাতিতে শাসন ও কর্ত্তৃত্ব চলিবে। (১) লোকে অনুগ্রহ চাহিলে বিচারক অনুগ্রহ করিবেন। (২) বিচার চাহিলে বিচার করিবেন। (৩) অঙ্গীকার করিয়া তাহা পালন করিবেন। যে পর্য্যন্ত তাহা না করিবেন, ঈশ্বর ও দেবতাদিগের অভিসম্পাত বিচারকের উপর থাকিবে। ঈশ্বর তাঁহার সেবা উপাসনাদি গ্রহণ করিবেন না।" তাহা হইলে এইক্ষণ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যে বিচারপতির উহাতে কতবড় পাপ। ঈশ্বর তাহার জন্য বিচারপতির তপস্যা পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করিবেন না। তিন জনের প্রতি পরলোকে পরমেশ্বর প্রসন্নদৃষ্টি করিবেন না। এক, মিথ্যাবাদী বাদশা, ২য় ব্যভিচারী বৃদ্ধ। ৩য় বাগাড়ম্বর অহঙ্কারী ফকির। মহাত্মা মোহম্মদ স্বীয় ধর্ম্মবন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন যে "শীঘ্রই পূ তোমরা র্ব্ব এবং পশ্চিম দেশ

সকলে জয়লাভ করিবে, এবং সেই সকল দেশের বিচারকগণ নরকে যাইবে, কিন্তু যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করিবে, ধর্ম্মের শাসন মানিবে, তাহারা নয়।” মহাত্মা মোহম্মদ ইহাও বলিয়াছেন “ ঈশ্বর যে বিচারকের হস্তে প্রজা সমর্পণ করেন, সে যদি অত্যাচার করে, অনুগ্রহশীল না হয়, ঈশ্বর তাহার সম্বন্ধে স্বর্গ অবৈধ করেন।” আরও বলিয়াছেন “ ঈশ্বর যাহার উপর প্রজারক্ষার ভার প্রদান করিয়াছেন, সে আপন পরিবার রক্ষার জন্য যেরূপ যত্ন করে যদি প্রজা রক্ষার জন্য তদ্রূপ না করে, তাহাকে বলিয়া দেও সে যেন নরকে স্বীয় বাসস্থান অন্বেষণ করিয়া লয়।” অত্যাচারী রাজার উপর পরলোকে কঠিন শাস্তি হইবে। মহাপুরুষ মোহম্মদ আরও বলিয়াছেন যে “ পাঁচ ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর অপ্রসন্ন। তাহাদিগকে তিনি হয় ইহলোকে নয় পরলোকে শাস্তি দিবেন। (১) যে দলপতি নিজের স্বত্ব অধীনস্থ লোক হইতে বুঝিয়া লয়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে সুবিচার করে না ও অত্যাচারে নিবৃত্ত হয় না। সেই ব্যক্তি,(২) লোকে যাহার সেবা করে, কিন্তু সে ছোট বড় সকলকে সমানভাবে দেখে না, পক্ষপাত করে। (৩) যে ব্যক্তি লোক নিযুক্ত করিয়া আপনার সমুদায় কাজ আদায় করিয়া লয় কিন্তু পারিশ্রমিক দেয় না। (৪) যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রী পুত্রকে ঈশ্বরোপাসনা করিতে অনুমতি করে না, ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় না এবং তাহাদের অন্নবস্ত্রের যোগাড় করিয়া দেয় না। (৫) স্ত্রীধন সম্বন্ধে যে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে।” ওমর বলিয়াছেন যে “ যে সকল বিচারক বিচার করিয়াছেন, কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, স্বার্থের অনুরোধে স্বেচ্ছানুরূপ আদেশ করেন নাই, ভয় বা লোভের জন্য কোন আজ্ঞা প্রচার করেন নাই, ধর্ম্ম পুস্তককে দর্পণ স্বরূপ করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার অনুযায়ী আদেশ করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ-

রের বিচারে মুক্ত থাকিবেন। মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন যে "বিচারের দিনে বিচারক দিগকে বিচারকের বিচারক ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত করা হইবে ও আদেশ হইবে যে তুমি আমার মেষপালকে চরাইয়াছ, আমার ভূমির কর গ্রাহী ছিলে, আমার আদেশের বিরুদ্ধে কাহাকে কি কোন শাস্তি দিয়াছ?" তাহারা নিবেদন করিবে যে "হে রাজাধিরাজ! যাহারা তোমার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে জানিয়াছি ক্রোধে তাহাদিগকে অন্য রূপ শাস্তি দিয়াছি। তখন আজ্ঞা হইবে,—"তোমার ক্রোধ অধিক হইল।" অন্য বিচারকের নিকটে প্রশ্ন হইবে যে "তুমি আমার আদেশের ন্যূনশাস্তি কেন দিলে?" সে নিবেদন করিবে "প্রভো! আমি দয়া করিয়াছি।" আদেশ হইবে "কি তুমি আমা অপেক্ষা অধিক দয়াবান্?" পরে যে অধিক শাস্তি দিয়াছে ও যে অল্প করিয়াছে উভয়কেই নরকে নিক্ষেপ করা হইবে। খদিজা বলিয়াছেন "আমি মহাপুরুষ মোহম্মদের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে বিচারের দিনে ন্যায়পরায়ণ ও অত্যাচারী সমুদায় বিচারককে আনয়ন করা হইবে। যাহারা আজ্ঞা দ্বারা অত্যাচার করিয়াছে, বিচার নিষ্পত্তিতে উৎকোচ লইয়াছে, কিম্বা এক পক্ষের কথা মাত্র মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছে, তাহারা নরকে যাইবে।" শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে মহাত্মা দাউদ বেশপরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইতেন এবং পথে যাহাকে পাইতেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন "বলুন দেখি মহাশয়! দাউদের স্বভাব কি প্রকার!" কথিত আছে একদিন একদেবতা মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়েন। দাউদ তাঁহাকেও তাহাই জিজ্ঞাসা করেন। দেবতা বলিলেন "দাউদ যদি ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, রাজস্ব স্বীয় জীবিকার জন্য ব্যয় না করিতেন, তাহা হইলে মহৎ লোক হইতেন।" ইহা

শ্রবণ করিয়া দাউদ উপাসনার গৃহে চলিয়া আসিলেন এবং এই প্রার্থনা করিলেন, "পরমেশ্বর! তুমি আমাকে কোন ব্যবসায় শিক্ষা দেও, আমি পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিব।" পরে তিনি এক প্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিয়া উপজীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ওমর রাত্রিতে স্বয়ং রাস্তায়২ ভ্রমণ করিতেন, কোথাও গোলযোগ দেখিলে নিজে যাইয়া তাহা নিবারণ করিতেন। বাদশা বোজর্চ্চ মেহের ওমরের ভাব স্বভাব পরীক্ষা করিবার জন্য এক দূত পাঠাইয়া ছিলেন। দূত মদিনাতে উপনীত হইয়া তথাকার লোক দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "তোমাদের বাদশা কোথায়?" মদিনার লোকেরা বলিল "আমাদের বাদশা নাই এক জন আমির আছেন। এইক্ষণ তিনি বাহিরে গিয়াছেন।" দূত বাহিরে যাইয়া দেখেন যে ওমর ভূমির উপর রৌদ্রে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার কপালের ঘামে মাটী ভিজিয়া গিয়াছে। ওমরের এইভাব দেখিয়া দূতের মন চমকিয়া গেল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে পৃথিবীর সমুদায় রাজা যাঁহার প্রতাপে কম্পিত, আশ্চর্য্য! তাঁহার এই ভাব। পরে দূত ওমরকে বলিলেন "আপনি সুবিচারক, এজন্য সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, আমাদের বাদশা অত্যাচারী, তিনি সর্ব্বদা চিন্তাকুল থাকেন।"

৮। বিচারক ধার্ম্মিক কর্ম্মচারীদিগকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন। তাঁহারা তাঁহাকে ন্যায় ও বিচারের পথ প্রদর্শন করিবেন। তিনি সর্ব্বদা ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইচ্ছুক থাকিবেন এবং তাঁহাদের উপদেশ অন্তরের সহিত শ্রবন করিবেন। যে সকল পণ্ডিত বিষয় লোভী, তাহাদিগের সহবাস হইতে দূরে থাকিবেন, যেহেতু তাহারা প্রতারণা করিবে। ধার্ম্মিক পণ্ডিত তাহারাই, যাহারা বিচারকের নিকটে কোন প্রত্যাশা রাখে না ও যথার্থ ব্যবস্থা জানাইতে সঙ্কুচিত হয়

না। একদা পরম জ্ঞানী দরবেশ শফিক বল্‌খী খলিফা হারুঁ রশিদের নিকটে গিয়াছিলেন। হারুঁ রশিদ তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলেন যে "হে সফিক্! তুমি আমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দান কর।" শফিক বলিলেন "ঈশ্বর তোমাকে মহাত্মা সদ্দিকের* আসনে বসাইয়াছেন, যেরূপ তাঁহার নিকটে তিনি ন্যায়পরতা চাহিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমার নিকটে চাহেন। অপিচ ঈশ্বর তোমাকে মহাত্মা ফারুকের স্থানে* বসাইয়াছেন, তাঁহার নিকটে যেরূপ সত্যাসত্যের প্রভেদ নির্ণয় চাহিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমার নিকটেও আকাঙ্ক্ষা করেন। পরন্তু তোমাকে মহাত্মা ওস্‌মান জোলনুরিনের* আসনে বসাইয়াছেন, যেরূপ তাঁহার নিকটে লজ্জা ও দানশীলতা চাহিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমার নিকটেও চাহেন। ঈশ্বর তোমাকে মহাত্মা আলি মোর্ত্তজির * স্থানে বসাইয়াছেন, যেরূপ তাঁহার নিকটে সুবিচার চাহিয়াছিলেন তোমার নিকটেও চাহেন।" হারুঁ রশিদ বলিলেন "আরও কিঞ্চিৎ উপদেশ দান কর।" তিনি বলিলেন "তুমি জলের ঝরণা সদৃশ, সংসারে তোমার কার্য্য সকল প্রণালীর ন্যায়। যদি ঝরণা পরিষ্কার না হয়, প্রণালী পরিষ্কারের ও আশা করা যাইতে পারে না।"

একদা বিচার পতি হারুঁ রশিদ তাঁহার মন্ত্রী আব্বাসের সহিত ফকির ফজিলের নিকটে যান। তাঁহার দ্বারে পঁহুছিয়া শুনিতে পান যে তিনি কোরাণের এই বচনটী পড়িতেছেন "যাহারা মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে তাহারাও মনে করে যে আমি তাহাদিগকে ধার্ম্মিকদিগের সমকক্ষ করিব। ধার্ম্মিকদিগের জীবন আদরণীয়, যে হেতু তাঁহারা উচ্চ আদেশ পালন করেন।" ইহা শুনিয়া হারুঁ রশিদ বলিলেন "উপদেশ গ্রহণ করিতে হইলে এই উপদেশই যথেষ্ট।" পরে হারুঁ রশিদের আদেশানুসারে আব্বাস্ দ্বারে ঘা মা-

---

* প্রজাপালক ছিলেন।

রিলেন এবং বলিলেন ‘ খলিফা হারুঁ রশিদ উপস্থিত।’ ফজিল বলিলেন ‘আমার নিকটে তাঁহার কি প্রয়োজন ?’ মন্ত্রী কহিলেন “খলিফাকে অভ্যর্থনা কর।’ ফজিল দ্বার খুলিলেন, রাত্রি ছিল ও আলো নির্ব্বাপিত; হারুঁ রশিদ অন্ধকারে হাত বাড়াইলেন, ফজিল হাত বাড়াইতেই হারুঁ রশিদের হাতে হাত লাগিল। তখন তিনি বলিলেন ‘যদি এই কোমল হস্ত নরকাগ্নি হইতে রক্ষা না পায় বড় দুঃখের বিষয়।’ পরে বলিলেন ‘হারুঁ রশিদ। বিচারের দিনে ঈশ্বরের নিকটে উত্তর দানের জন্য প্রস্তুত থাকিও, তোমাকে প্রজার সঙ্গেএক একবার বসাইয়া প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিচারের বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন।’ তৎশ্রবণে হারুঁ রশিদ রোদন করিতে লাগিলেন। আব্বাস্ বলিলেন ‘ফজিল! চুপ কর, তুমি যে হারুঁ রশিদকে মারিয়া ফেলিলে।’ ফজিল বলিলেন। হে হামান! * তুমি এবং তোমার সঙ্গিগণই ইহাকে মারিয়াছ। তুমি আবার আমাকে বলিতেছ যে আমি ইহাকে মারিয়া ফেলিলাম।’ হারুঁ রশিদ আব্বাস্‌কে কহিলেন ‘তিনি আমাকে ফরাউণের ন্যায় বুঝিয়াছেন তাহাতেই তোমাকে হামান বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

ধর্ম্মবন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য।

যে ধর্ম্মবন্ধুতার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে, বিদ্যালয়ে একত্র অধ্যয়নে, কিম্বা একত্র দেশ ভ্রমণে পরস্পর যে বন্ধুতা হইয়া থাকে উহা তাহা নয়। রূপবান্ মধুর ভাষী কোমল প্রকৃতি লোকের প্রতি স্বভাবতঃ লোকের যে বন্ধুতা স্থাপিত হয়, প্রস্তাবিত বন্ধুতা তাহার ও অন্তর্গত নহে। যদি তুমি ধন মান লাভ কি সাংসারিক

* ফারুউণ এক জন ঈশ্বরবিদ্রোহী বাদশা এবং হামান তাহার দুরা-

অন্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাহার সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন কর, তাহা হইলে এই বন্ধুতা ধর্ম্মবন্ধুতা নয়। যাহারা পরলোকে ও ঈশ্বরেতে বিশ্বাসী নহে, এইরূপ বন্ধুতা সেই সকল লোকের সঙ্গেও হইতে পারে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে বন্ধুতা হয়, যাহা ধর্ম্ম বিশ্বাস ব্যতীত হইতে পারে না, সেই বন্ধুতাই ধর্ম্মবন্ধুতা। সেই ধর্ম্মবন্ধুতার দুইটী অবস্থা।

১ম. যদি কেহ কাহারও সঙ্গে কোন প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বন্ধুতা স্থাপন করে এবং সেই প্রয়োজন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও ঈশ্বর উদ্দেশ্যে হয়; যথা তুমি শিক্ষকের সঙ্গে এইজন্য বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছ যে তিনি তোমাকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেছেন, এবং তোমার সেই বিদ্যাশিক্ষার লক্ষ্য ধর্ম্মোপার্জ্জন, ধন মান নয়, তাহা হইলে এই বন্ধুতা বস্তুতঃ ধর্ম্মবন্ধুতা; কিন্তু যদি সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সংসার হয়, তাহা হইলে শিক্ষকের সঙ্গে সেই বন্ধুতা প্রস্তাবিত ধর্ম্মবন্ধুতার অন্তর্ভূত হইতে পারে না। যদি তুমি ছাত্রের প্রতি এই জন্য বন্ধুতা স্থাপন কর যে তোমা হইতে সে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিবে, তাহা হইলে এই বন্ধুতা ধর্ম্মবন্ধুতা। যদি মান সম্পদের আশায় তাহার সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন কর, তাহা হইলে উহা সাংসারিক। যেজন দান বহন করিয়া দুঃখী দরিদ্রদিগের দ্বারে পৌছাইয়া দেয় ও সেই দানদ্বারা দরিদ্রদিগের সেবা করে, ধর্ম্মার্থদাতা যদি সেই ব্যক্তিকে প্রেম করেন, সেই প্রেম ধর্ম্মপ্রেম। যিনি ধর্ম্ম সাধনের বিঘ্ন নিবারণ করেন, অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া সাধককে তপস্যার জন্য নিশ্চিন্ত করিয়া দেন, যদি এরূপ ব্যক্তির প্রতি বন্ধুতা স্থাপিত হয়, তবে সেই বন্ধুতা ধর্ম্মবন্ধুতা। অনেক পণ্ডিত এবং ঋষি এইকারণে বদান্য ধনীলোকের সঙ্গে বন্ধুতাস্থাপন করেন। এইরূপ দাতা ও গ্রহীতা উভয় পক্ষেরই বন্ধুতা ধর্ম্মবন্-

ন্ধুতা। ভৃত্যকে যদি এই দুই কারণে প্রেম কর, এক সে তোমার সেবা করে, দ্বিতীয় তোমার নিয়মিত কার্য্যের সাহায্য করিয়া ধর্ম্ম সাধনার জন্য সময় বৃদ্ধি করিয়া দেয় তাহা হইলে সাধনাতে তুমি যে পরিমাণ প্রেম ও বিমুক্ত ভাব লাভ করিবে সেই পরিমাণে তাহার প্রতি তোমার ধর্ম্মবন্ধুতার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক।

২য়। ধর্ম্মবন্ধুতার প্রথম অবস্থা অপেক্ষা দ্বিতীয় অবস্থার গুরুত্ব অধিক। উহা শুদ্ধ ঈশ্বর উদ্দেশ্যে কাহার সহিত বন্ধুতা স্থাপন করা। উভয়পক্ষের কোনপ্রকারে অন্যরূপ অভিসন্ধি থাকিবে না। অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি উদ্দেশ্য কিছুই থাকিবে না, বরং কাহারও প্রতি শুদ্ধ এই জন্য বন্ধুত্বসংস্থাপন করা যে তিনি ঈশ্বরপ্রেমিক ও তাঁহার আজ্ঞানুগত। ইহা স্বর্গীয় ধর্ম্মবন্ধুতা। যদি শুদ্ধ এই ভাবিয়া কাহাকে আমরা প্রেম করি, যে তিনি ঈশ্বরের সৃষ্ট ও তাঁহার সাধারণ দাস এই বন্ধুতা ও ধর্ম্মবন্ধুতা। এই শেষোক্ত বন্ধুতার ভাব ঈশ্বরের প্রতি গূঢ় গভীর প্রেম হইতে উৎপন্ন হয়। যখন কেহ কাহার প্রতি অনুরক্ত হয়, তখন সে তাহার প্রিয়তম বন্ধুর পল্লী ও গম্য পথকে প্রেম করে, বন্ধুর গৃহ এবং প্রাচীরকেও প্রীতি করিয়া থাকে। বরং যে কুকুর প্রিয়তম বন্ধুর পল্লীতে গমনাগমন করে, সেই কুকুরকে অন্য কুকুর অপেক্ষা অধিক ভাল বাসে। প্রেমানুরাগী, যে ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুকে প্রেম করেন, তাঁহাকেও প্রেম করিয়াথাকেন, তাঁহার বন্ধু যাহাকে ভাল বাসেন, তাহাকে এবং বন্ধুর আজ্ঞাকারী কিঙ্কর কিঙ্করীদিগকে ও তাঁহার আত্মীয় কুটম্বদিগকে স্বভাবতঃ ভাল বাসেন। যে বস্তু প্রিয়তমের সঙ্গে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে, অনুরাগীর অন্তরে স্বতঃই তাহার প্রতি প্রেম সংক্রামিত হয়। অনুরাগ যতই প্রবল হয়, প্রিয়তম বন্ধুর অধীন ও সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি তত প্রেম

সঞ্চারিত হইতে থাকে। অতএব যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি বন্ধুতা উচ্চ অবস্থাতে পরিণত হইয়াছে, তিনি সাধারণতঃ সকল মনুষ্যকে ভাল বাসিয়া থাকেন। তিনি ঈশ্বরের সমুদয় সৃষ্ট পদার্থকে এই জন্য প্রেম করেন যে যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই সেই প্রিয়তম বন্ধুর শক্তি ও শিল্পকৌশলের চিহ্ন। মহাপুরুষ মোহম্মদকে যখন কেহ কোন নূতন ফল উপহার দিত, তখন তিনি সেই উপহারের গৌরবের জন্য উহা চক্ষের উপরে স্থাপন করিতেন এবং বলিতেন, "ইহার সঙ্গে আমার প্রিয়তম ঈশ্বরের অতি নিকট সম্বন্ধ ; ইহা সেই পরম শিল্পীর নবরচিত বস্তু।"

উক্ত হইল যে ধর্ম্মবন্ধুতা দুইপ্রকার। এক ইহলোক ও পরলোকের সম্পদের সহিত সম্বন্ধ রাখে। দ্বিতীয় শুদ্ধ ঈশ্বর উদ্দেশ্যে হয়, যাহাতে অন্য কোন বিষয়ের অধিকার নাই।

প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরপ্রেমের বল, বিশ্বাসের বল অনুসারে হইয়া থাকে। যে পরিমাণে বিশ্বাস সবল হইবে সেই পরিমাণে প্রেম, বৃদ্ধি পাইবে। তৎপর সেই প্রেম ঈশ্বরের অনুগৃহীত প্রিয় পাত্রদিগের প্রতি সংক্রামিত হইবে। যিনি ধর্ম্মজ্ঞানী ভক্ত প্রেমিকদিগকে প্রেম করেন, তিনি ঈশ্বরকে প্রেম করেন। ধন মান উৎসর্গদ্বারাই প্রেমবন্ধুতার পরিমাণ বুঝা যায়। কাহার কাহার ধর্ম্মবন্ধুতার বল এতদূর হয় যে তদনুরোধে তিনি সমুদয় সম্পত্তি অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন।

কাহারও সঙ্গে ধর্ম্মবন্ধুতা স্থাপন করা উচ্চতর ব্রত ও মহৎ কর্ম্ম। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন যে ঈশ্বর যাহার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহাকে ধর্ম্মবন্ধু প্রদান করিয়া থাকেন। সে, ঈশ্বরবিস্মৃত হইলে বন্ধু স্মরণ করাইয়া দেন, এবং সে, ঈশ্বরের স্মরণ মননে নিযুক্ত থাকি[illegible]

ষয়ে তাহার সহায়তা করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে কাহাকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করে, স্বর্গ লোকে তাহার জন্য এ প্রকার উন্নত আসন নির্দ্দিষ্ট হয় যাহা অন্য কাহার নিমিত্ত হয় না।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন "আমি শ্রুত আছি যে বিচারের দিনে স্বর্গ লোকে ইতস্ততঃ সিংহাসন সকল স্থাপিত হইবে, তাহাতে কতকগুলি লোক উপবেশন করিবেন। পুর্ণ শশধরের ন্যায় তাঁহাদের কান্তি সমুজ্জ্বল হইবে। সে দিন সকল লোকে ভীত থাকিবে কিন্তু তাঁহারা নির্ভয়ে থাকিবেন' যেহেতু তাঁহারা ঈশ্বরের বন্ধু।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল "আর্য্য! ইঁহারা কেমন লোক? তিনি বলিলেন যে " যাঁহারা ঈশ্বর উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুতা করিয়া থাকেন এ তাঁহারা, ঈশ্বর বলিয়াছেন "যাহারা আমার জন্য পরস্পর বন্ধুতা করে, আমার জন্য পরস্পর সাক্ষাৎ করে, আমার জন্য পরস্পরকে ক্ষমাকরে, তাহারা আমার বন্ধু।" মহাত্মা মোহম্মদ এই কথা ও বলিয়াছেন "সাত ব্যক্তি ঈশ্বরের আশ্রয় লাভ করিবে, এক, ন্যায় পরায়ণ রাজা, দ্বিতীয়, সেই যুবক যে যৌবনের প্রারম্ভে ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত। তৃতীয়, মসজিদ হইতে নির্গত হওয়ার পর মসজিদে পুনঃ প্রবেশ পর্য্যন্ত যাহার হৃদয় মসজিদের ভাবে সংলগ্ন থাকে সেই ব্যক্তি! চতুর্থ, যে দুইজন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুতা সূত্রে সম্বদ্ধ হয়। পঞ্চম, যে ব্যক্তি নির্জ্জনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করে। ষষ্ঠ, কোন ঐশ্বর্য্যশালিনী রূপবতী যুবতী যে যুবককে আহ্বান করিয়া প্রলোভনে ফেলিতে চাহে, 'আমি পরমেশ্বরকে ভয় করি" বলিয়া সে তাহাতে পরাঙমুখ হয়, সেই ব্যক্তি। সপ্তম, যে ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে দান করে তাহার বাম হস্ত জানিতে না পারে।"

[illegible] বলিয়াছেন " যে জন ঈশ্বর উদ্দেশ্যে স্বীয় ধর্ম্ম

বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইতে যায়, এক ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত) তাহার পশ্চাতে এই ধ্বনি করিতে থাকে যে "ধন্য তুমি, ঈশ্বরের স্বর্গ তোমার জন্য।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে "এক ব্যক্তি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিল, পরমেশ্বরের আদেশে এক ফেরেস্তা তাহার সঙ্গে মিলিত হয়েন। ফেরেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কোথায় যাও?" তিনি উত্তর করিলেন যে, "অমুক ভ্রাতার সঙ্গে সম্মিলিত হইবার জন্য যাইতেছি।" ফেরেস্তা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহার নিকটে কি তোমর কোন প্রয়োজন আছে?" তিনি বলিলেন "না" আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সঙ্গে তাহার কোন কুটুম্বিতা আছে?" পথিক বলিলেন "কিছুই না।" ফেরেস্তা পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন "সে তোমার কোনরূপ উপকার করিয়াছেন?" পথিক বলিলেন "না।" ফেরেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কেন তুমি যাইতেছ?" পথিক বলিল "ঈশ্বর উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছি, সেই বন্ধুতার অনুরোধে তাঁহার নিকটে যাইতেছি।" ফেরেস্তা বলিলেন "প্রভু পরমেশ্বর সুসংবাদ প্রদান করিবার জন্য আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। তুমি এক ব্যক্তিকে ধর্ম্মবন্ধু করিয়াছ বলিয়া ঈশ্বর তোমার বন্ধু হইলেন, এবং তিনি তোমার জন্য স্বর্গলোক মনোনীত করিলেন।" কতকগুলি লোক মহর্ষি ঈশাকে নিবেদন করিয়াছিল "প্রভো! আমরা কাহার সঙ্গে বাস করিব?" তিনি বলিলেন "তাহাদের সঙ্গে বাস করিবে, যাহাদের সহবাস তোমাদিগকে পরমেশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দিবে, যাহাদের কথা তোমাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে, যাহাদের চরিত্র তোমাদিগকে স্বর্গ লোকের জন্য অনুরাগী করিবে।" মহাত্মা দায়ুদের প্রতি এই প্রত্যাদেশ হইয়াছিল "হে দায়ুদ! [illegible]

তিনি নিবেদন করিলেন "প্রভো! তোমার স্মরণ আমাকে অন্য কাহাকেও স্মরণ করিতে দেয় না, এই জন্য মনুষ্য সহবাস হইতে দূরে রহিয়াছি। আদেশ হইল, "হে দায়ুদ! সতর্ক হও, আপনার জন্য বন্ধু প্রস্তুত করিয়া লও। যাহারা ধর্ম্মপথে তোমার সহায় নহে, তাহাদিগের হইতে দূরে থাক, তাহারা তোমার হৃদয়কে মলিন করিবে, এবং আমা হইতে তোমাকে দূরে রাখিবে।"

উদ্বাহ বন্ধনের ন্যায় ধর্ম্ম বন্ধুতার বন্ধন দৃঢ় ও স্থায়ী হইবে। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন যে দুই ভ্রাতা দুই হস্ত সদৃশ। দুই হস্ত যেমন পরস্পর এক অন্যকে প্রক্ষালন করে, তদ্রূপ দুই ধর্ম্ম ভ্রাতা পরস্পরের সেবক হয়।

ধর্ম্ম বন্ধু সম্বন্ধে কতক গুলি কর্ত্তব্য আছে। ভ্রাতাকে আপনার ন্যায় দেখিবে, বরং আপনা অপেক্ষা তাহাকে প্রিয়তর জানিবে। আপনার ধনে তাহারও স্বত্ব আছে মনে করিবে। কয়জন সুফি (ঋষি) মিথ্যা অপবাদে ধৃত হয়েন, বাদশাহ তাঁহাদের শিরশ্ছেদনের আদেশ করেন। ঘাতক হত্যা করিবার জন্য করবাল নিষ্কোষিত করিলে, মহর্ষি অবুয়েলহোসেন নুরী যে সেই দলে ছিলেন অগ্রসর হইয়া বলিলেন "সর্ব্বাগ্রে আমার শিরশ্ছেদন করিতে হইবে।" বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেন সর্ব্ব প্রথমে নিহত হইতে চাও?" তিনি বলিলেন "এই সকল সুফি আমার বন্ধু। আমি ইচ্ছা করি এই বন্ধুদিগের মৃত্যুর এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হয়।" বাদশাহ বলিলেন "সোব্হানাল্লা (পবিত্র পরমেশ্বর) যাহাদের এই প্রকার প্রেম, তাহাদিগকে হত্যা করা কোনরূপে উচিত নয়।" এই বলিয়া তিনি সকলকে মুক্তিদান করিলেন। একদা মহর্ষি ফতেহমৌসুলী স্বীয় বন্ধুর গৃহে আসিয়া তাঁহার দাসীকে বলিয়াছিলেন, "তোমার

প্রভুর মুদ্রাধার আনয়ন কর।" বন্ধু গৃহে ছিলেন না। দাসী তাঁহার অনুমতি অনুসারেই মুদ্রাধার উপস্থিত করিল। গৌস্থলী তাহা হইতে নিজের প্রয়োজনানুরূপ মুদ্রা গ্রহণ করিয়া চলিয়া- গেলেন। বন্ধু গৃহে আসিয়া যখন এই সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন মহা আহ্লাদে দাসীকে পুরস্কার দিলেন। ফকির আবু হরেরার নিকটে কেহ যাইয়া বলিয়াছিল যে " আমি ধর্ম্মবন্ধুতা- সূত্রে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ হইতে ইচ্ছা করি তিনি বলিলেন, "ব- ন্ধুতার স্বত্ব তুমি অবগত আছ?" সে বলিল "না" তিনি বলিলেন " স্বত্ব এই তোমার ধন সম্পত্তিতে আমা অপেক্ষা তোমার অধিক তর স্বামিত্ব থাকিবে না।" সে বলিল " আমি তাদৃশী উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হই নাই।" আবু হরেরা কহিলেন " চলিয়া যাও, এই কার্য্য তোমাদ্বারা হইবে না।" মহাত্মা এব্নওমর বলিয়াছেন, " এক ব্যক্তি কোন মহর্ষিকে কোন দ্রব্য উপহার দিয়াছিল। তিনি সেই উপহার পাইয়া বলিলেন, " আমার অমুক বন্ধু এই বস্তু অধিক ভাল বাসেন, তাঁহাকে দান করিলে উত্তম হয়।" এই বলিয়া তিনি উহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সেই বন্ধুও তাহা তাঁহার অন্য এক বন্ধুর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আবার আর একজনকে দিলেন। এই প্রকার কয়েক স্থান ভ্রমণ করিয়া সেই দ্রব্য সেই প্রথম ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইল।" দুই বন্ধু ঋণী ছিলেন একে অন্যের ঋণ এই ভাবে পরিশোধ করিলেন যে তাঁহারা পরস্পর কেহ জানিতে পারিলেন না। মহাত্মা আলি বলিয়াছেন " দশ মুদ্রা ধর্ম্ম বন্ধুকে দান করা, শত মুদ্রা অপর দ- রিদ্রকে দান করা অপেক্ষা আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি।" একদা মহা- পুরুষ মোহম্মদ জঙ্গলে যাইয়া দুইটী দাঁতন কাটিয়া লন একটী সরল অপরটী বক্র ছিল। এক ধর্ম্মবন্ধু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তিনি সরল দাঁতনটী তাঁহাকে দান করেন, বক্রটী নিজে রাখেন। বন্ধু বলেন

"এই দাঁতনটী উত্তম ইহা আপনি গ্রহণ করুন।" উক্ত মহাত্মা বলেন "যদি কেহ কাহারও সঙ্গে এক দণ্ডের জন্য সহবাস করে, বিচারের দিনে সেই সহবাসের স্বত্ব পালন করা হইয়াছে কি না, তাহার প্রতি এই প্রশ্ন হইবে।" তাঁহার এই উক্তির এই উদ্দেশ্য ছিল যে লোকে যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বন্ধুকে দান করা বন্ধুতার স্বত্ব। হজরত আরও বলিয়াছেন "দুই বন্ধুর মধ্যে তিনিই অধিকতর ঈশ্বরের প্রিয়, যিনি বন্ধুকে অধিক প্রেম করেন।"

সকল কার্য্যেই বন্ধু প্রার্থনা ও অভিলাষ জানাইবার পুর্ব্বে তাঁহার সাহায্য করিবে। প্রফুল্লতা ও প্রশস্ত ললাটে বন্ধুর সেবা করিবে। প্রাচীন ধার্ম্মিক লোকদিগের এই স্বভাব ছিল, যে তাঁহারা প্রতিদিন বন্ধুর গৃহের দ্বারে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "কি করা হইতেছে? গোধূম চুর্ণ, কাষ্ঠ, তৈল, লবণ আছে কি না?" তাঁহারা বন্ধুর কাযকে নিজের কাযের ন্যায় প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। বন্ধুর সেবা করিতে পারিলে আপনি কৃতার্থ হইতেন। মহাত্মা হোসেন বসোরি বলিয়াছেন, "ধর্ম্মভ্রাতা স্ত্রী পুত্র অপেক্ষা আমার অধিকতর প্রিয়, যেহেতু তিনি ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেন। স্ত্রী পুত্র সংসারকে স্মরণ করাইয়া দেয়।" আতা নামক দরবেশ বলিয়াছেন যে "অন্ততঃ তিন দিবস অন্তে বন্ধুর তত্ত্ব লইবে। পীড়িত হইয়া থাকিলে তাঁহার শুশ্রূষা করিবে। কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলে সাহায্য করিবে।" একজন পুর্ব্বতন ধার্ম্মিক পুরুষ বন্ধুর মৃত্যুর পর চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্র কন্যার সেবা করিয়াছিলেন।

স্বীয় ধর্ম্মভ্রাতার সম্বন্ধে প্রিয় বচন বলিবে, তাঁহার দোষ গোপন রাখিবে। যদি কেহ তাঁহার অগোচরে তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলে, তাহার উত্তর দান করিবে। যদি তিনি তোমাকে

কিছু বলেন গ্রহণ করিবে, তর্ক করিবে না। তাঁহার রহস্য ভেদ করিবে না। তাঁহার পুত্র কন্যা আত্মীয়দিগকে নিন্দা করিবেনা। যদি কেহ বন্ধুর অপবাদ করে, তাহা তাঁহার নিকটে বলিবে না। বলিলে তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইবে। যদি লোকে তাঁহার প্রশংসা করে, তাহা তাঁহার নিকটে গুপ্ত রাখিবে না। তিনি তোমার সম্বন্ধে কোন দোষ করিলে ক্ষমা করিবে। সেই সময়ে পরমেশ্বরের সেবাতে তোমার নিজের ত্রুটি সকল স্মরণ করিবে। তাহা হইলে নিজের সম্বন্ধে কাহার ত্রুটি আশ্চর্য্য বোধ হইবে না, এবং ইহা মনে করিবে যে কেহই অনুসন্ধান করিয়া নির্দ্দোষ লোক পাইতে পারে না। ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে যে ধর্ম্মবিশ্বাসী আপনার ত্রুটি অনুসন্ধান করেন, অবিশ্বাসী অপরের দোষ অন্বেষণ করে। বন্ধুর একটী উপকারের জন্য দশটী ত্রুটি ভুলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। কোন কোন ধার্ম্মিকপুরুষ বলিয়াছেন যে "যখন তুমি কাহার সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিতে চাও অগ্রে তাহাকে রাগাইবে। পরে তাহার নিকটে গোপনে লোক পাঠাইয়া তোমার নিজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে। যদি সেই ব্যক্তি তাহাতে তোমার প্রতি অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করে, তুমি মনে করিবে যে সে তোমার বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত নয়।" পূর্ব্বতন ধার্ম্মিক লোকেরা ইহাও বলিয়াছেন "এই প্রকার লোকের সঙ্গে বন্ধুতা রাখিবে, যে তোমার যেসকল তত্ত্ব ঈশ্বর জানেন, তিনি তাহা জানেন; ঈশ্বর যে প্রকার তাহা গোপনে রাখেন, তিনিও সেরূপ গোপনে রাখেন।" এক ব্যক্তি স্বীয় গোপনীয় বিষয় বন্ধুকে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তুমি আমার এই কথা কি স্মরণ রাখিলে?" তিনি বলিলেন "না, ভুলিয়া গেলাম।" ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা বলিয়াছেন যে "তোমার সম্বন্ধে যে ব্যক্তির আনন্দের সময়, ক্রোধের সময়, লোভের সময় ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া উঠে, সে তো-

মার বন্ধুতার উপযুক্ত নয়।" মহানুভব আব্বাস্ স্বীয় পুত্র আব্দল্লাকে বলিয়াছিলেন "মহাত্মা ওমর তোমাকে বন্ধুতাদ্বারা গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ লোক অপেক্ষা তোমাকে অধিকতর সম্মানিত করিয়া তুলিয়াছেন। সাবধান! কয়েকটী কথা স্মরণ রাখিবে। তাঁহার গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিবেনা, তাঁহার সাক্ষাতে কাহার নিন্দা করিবে না, তাঁহার নিকটে কোন রূপ মিথ্যা কথা বলিবে না, তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধ কার্য্য করিবে না।" কোন ব্যাপার প্রণয়ের তাদৃশ ক্ষতি করে না, বাগ্বিতণ্ডা বাদানুবাদে যত করিয়া থাকে। বন্ধুকে নির্ব্বোধ মূর্খ বলা, আপনাকে বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী বিবেচনা করা, বন্ধুর নিকটে গর্ব্বিত হওয়া, তাঁহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করা ইহাতে শত্রুতা হয়। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন "তুমি আপন ভ্রাতার কথার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। তাহার সঙ্গে উপহাস বিদ্রূপ করিও না, অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিও না।" কোন কোন মহাত্মা বলিয়াছেন "যদি তুমি তোমার ভ্রাতাকে বল চল, সে যদি তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করে, তাহা হইলে সে তোমার সহবাসের উপযুক্ত নয়। চল বলিতে তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। কোন প্রশ্ন করা কর্ত্তব্য নয়।" কোন ঋষি দেখিয়াছিলেন যে দুই বলীবর্দ্দ এক স্থানে শয়ান রহিয়াছে। অবিলম্বে একটী গাত্রোত্থান করিল, তাহাতে অপরটীও উঠিল। ঋষি ইহা দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন "ধর্ম্মবন্ধুগণ এই প্রকার হইয়া থাকেন। একজন অন্যের অনুবর্ত্তন করেন।"

বন্ধুর প্রতি বাচনিক স্নেহ প্রেম প্রকাশ করিবে। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন "কেহ কাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিলে তাহার উচিত যে স্বয়ং বন্ধুর সংবাদ লয়েন, ইহাদ্বারা নিজের হৃদয়ে প্রণয়ের অধিকতর সঞ্চার হয় ও অপর পক্ষে ও প্রীতি দ্বিগুণ

পরিবর্দ্ধিত হয়। স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া বন্ধুর সমুদয় তত্ত্ব লইবে। সুখ দুঃখে সহানুভূতি রাখিবে। বন্ধুর বিপদ্‌কে নিজের বিপদ্, সম্পদ্‌কে নিজের সম্পদ্ বলিয়া জানিবে। বন্ধুকে উত্তমনামে সম্বোধন করিবে। যদি তাঁহার কোন উপাধি থাকে এবং সেই উপাধিযোগে ডাকিলে তিনি অধিক আহ্লাদিত হয়েন, তাহা হইলে সেই উপাধিযোগে সম্বোধন করিবে।" মহাত্মা ওমর বলিয়াছেন "তিনটী বিষয়ে বন্ধুতা দৃঢ়তর হয়, এক উত্তম নামে বন্ধুকে সম্বোধন করা দ্বিতীয় স্বয়ং প্রথমে তাঁহাকে সলাম করা তৃতীয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে বসিতে দেওয়া।" পরোক্ষে বন্ধুর ও বন্ধুর স্ত্রী পুত্র আত্মীয়দিগের প্রশংসা করিলেও বন্ধুতা দৃঢ়তর হয়। বন্ধু উপকার করিলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

বন্ধুকে প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম বিদ্যা শিক্ষা দিবে। তাঁহাকে নরকের অগ্নি হইতে রক্ষা করা সংসারের দুঃখ বিপদ হইতে রক্ষা করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য। জ্ঞান শিক্ষা করিয়া যদি অনুষ্ঠান না করে তাহাহইলে তাঁহাকে অনুযোগ করিবে ও ঈশ্বরের প্রতি তাহার অন্তরে ভয় জন্মাইয়া দিবে। কিন্তু অনুযোগ গোপনে হওয়া আবশ্যক, তাহা যেন স্নেহের প্রমাণ হয়। প্রকাশ্য অনুযোগে বন্ধু আপনাকে অপমানিত বোধ করিতে পারেন। যাহা কিছু বলিবে কোমলতার সহিত বলিবে। কঠোর ভাবে নয়। মহাত্মা মোহম্মদ বলিয়াছেন "একজন বিশ্বাসী অন্য বিশ্বাসীর দর্পণ স্বরূপ।" ইহার মর্ম্ম এই যে নিজের দোষ ত্রুটি এক অন্য হইতে অবগত হওয়া। যখন তোমার ভ্রাতা স্নেহ পূর্ব্বক গোপনে তোমার দোষ বলেন তখন তোমার কর্ত্তব্য যে উপকার বলিয়া কৃতজ্ঞ হও ক্রোধ না কর। কেহ যদি তোমাকে জ্ঞাপন করে যে তোমার বস্ত্রান্তরে সর্প বা বৃশ্চিক

তুমি তাহাতে কি রাগ করিবে? না বরং উপকার স্বীকার করিবে। মনুষ্যের যত কুপ্রবৃত্তি আছে তাহা সর্প ও বৃশ্চিক সদৃশ। কিন্তু ইহাদের দংশন আত্মাতে হয়, ইহারা বাহ্য সর্প বৃশ্চিক অপেক্ষা মারাত্মক। যেহেতু বাহ্য সর্প বৃশ্চিকের দংশন শরীরে মাত্র। ওমর বলিয়াছেন "যিনি আমার দোষকে আমার নিকট উপস্থিত করেন, তাঁহার উপর ঈশ্বর প্রসন্ন থাকুন।" যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সাংসারিক হয়, সে ঈশ্বরের বচন লইয়া খেলা করে। ধর্ম্মানুরাগের লক্ষণ এই যে, অনুযোগ শুনিয়া অনুযোগকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া। গর্ব্ব ও অভিমান যাহার ধর্ম্মবুদ্ধির উপর জয়লাভ করিয়াছে, সেই অনুযোগকারীকে ভাল বাসে না। যে ব্যক্তি দোষ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, তাহাকে ইঙ্গিতে অনুযোগ করিবে, ব্যক্ত অনুযোগ করিবে না। যদি তোমার নিজের সম্বন্ধে দোষ কৃত হয়, তাহা হইলে তাহা বন্ধুর নিকট গোপন রাখিবে। বন্ধুতায় অন্তর বিমুখ না হয় সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জানিতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য। বন্ধুতার বিচ্ছেদ হওয়া অপেক্ষা নিজের অন্তরে ক্লেশভোগ করা ভাল। ভ্রাতা হইতে উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া তাঁহার ব্যবহারে সহিষ্ণুতা অবলম্বনের প্রকৃতিকে সবল রাখিবে। আবুবেকার বলিয়াছেন যে "আমার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁহার আচরণে আমার অন্তরে ক্লেশভার উপস্থিত হইয়াছিল। মনের ক্লেশ যায় এই সংকল্পে আমি তাঁহাকে কিছু দান করি, কিন্তু তাহাতেও ক্লেশ দূর হয় না। অনন্তর হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া আসি, এবং বলি তোমার চরণ আমার মুখের উপর স্থাপন কর, তিনি বলেন "ইহা কখনই হইতে পারিবে না।" আমি বলি "অবশ্য অবশ্য হইবে।" অনন্তর নিতান্ত বাধ্য করিয়া তাঁহার চরণ মুখের উপর স্থাপন করি। তাহাতে আমার সেই ক্লেশ দূর হইতে

থাকে।” আবু আলী বলিয়াছেন যে “আমার বন্ধু আবদুলরাজীর সঙ্গে আমি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। আবদুলরাজী যাত্রাকালে আ-মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ পথে কাহার উপর কর্তৃত্ব থাকিবে। তোমার না আমার উপর ?’ আমি বলিলাম তোমার উপর। তাহাতে তিনি বলিলেন ‘তাহা হইলে আমি যাহা আদেশ করিব তাহার অধীনতা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে।’ আমি বলি-লাম ইহা আমার শিরোধার্য্য। তখন তিনি বস্ত্রাদির গাঠরী চাহিলেন, আমি তাহা আনিয়া উপস্থিত করিলাম। তিনি উহা আপন পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া যাত্রা করিলেন। আপনি ক্লান্ত হই-বেন আমাকে বহন করিতে দিন্। আমি ব্যগ্রতার সহিত এরূপ অনেক বলিলাম, গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি উত্তর করি-লেন ‘আমি কর্ত্তা, তুমি অধীন, আমার অভিমত অনুসারে তোমার চলিতে হবে ’ পথে একদিন সমুদয় রাত্রি জলবর্ষণ হয়, আব্দুলরাজী আমার উপর কম্বল ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থা-কেন। আমি কিছু বলিলেই বলিতেন,আমি সরদার, তুমি তাবে-দার। তখন আমি মনে মনে বলিলাম ‘ হায় ! আমি যদি সর’ দার হইতাম, ভাল হইত।”

বন্ধুর দোষ পুনঃ পুনঃ ক্ষমা করা কোন কোন মহর্ষির মত। কাহার কাহার মত গুরুতর দোষ দেখিলে তাহাকে পরিত্যাগ করা। মহর্ষি আবুরজীর মত যে বন্ধুতা ভঙ্গ করা। তিনি বলিয়া ছেন যে “প্রথমে সে ঈশ্বর উদ্দ্যেশ্যে বন্ধু হইয়াছিল, এইক্ষণ সে ঈশ্বরসম্বন্ধে শত্রু।” আবুযল দরোয়া প্রভৃতি অনেকে বলিয়াছেন যে “ সেই অবস্থায় প্রণয় ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু বন্ধুর পাপ পরিত্যাগের আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমে কাহা-রও গুরুতর দোষ জানিলে তাহার সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করা বি-ধেয় নহে। বন্ধুতা হইয়া গেলে, কোনরূপ দোষের জন্য তাহা

ভঙ্গ করা অবৈধ।” এব্রাহিম বলিয়াছেন “ভ্রাতাকে কোন অপরাধের কারণে পরিত্যাগ করিবে না। আজ সে পাপ করিতেছে, হয়ত কল্য করিবে না।” দুইজন ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন, একজন ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া পাপাসক্ত হইয়া পড়েন এবং বন্ধুকে বলেন “আমার হৃদয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে, আমার প্রতি ইন্দ্রিয়ের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, তোমার ইচ্ছা হইলে ভ্রাতৃভাব পরিত্যাগ কর, — বন্ধুতার বন্ধন কাটিয়া দেও।” তিনি বলিলেন ” আমি একটী দোষের কারণে বন্ধুতা বিসর্জ্জন করিবনা, ইহা কখনই হইবেনা।” তিনি এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প হইলন যে পরম চিকিৎসক পরমেশ্বর যে পর্য্যন্ত আমার প্রিয় বন্ধুকে ইন্দিয় পীড়া হইতে আরোগ্য দান না করিবেন, আমি অন্ন জল গ্রহণ করিব না, সম্পূর্ণ রূপে অনশন থাকিব। অনেক দিন তিনি উপবাসের ক্লেশ স্বীকার করিলেন, অনাহারে কৃশ হইয়া গেলেন। ঈশ্বরের কৃপায় পরিশেষে এমন ঘটনা হইল যে, সেই ভ্রাতা আসিয়া এক দিন তাঁহাকে বলিল “আমার অন্তরের বিকার চলিয়া গিয়াছে, আমি এক্ষণ সুস্থ হইয়াছি।” তিনি তখন প্রফুল্ল অন্তরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া পান ভোজন করিলেন। কেহ কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছিল “তোমার ভ্রাতা ধর্ম্মের পথ ছাড়িয়া পাপেতে লিপ্ত হইয়াছে, তুমি তাহার প্রতি বন্ধুতা কেন পরিত্যাগ করিতেছ না?” তিনি উত্তর করিলেন “অদ্য সেই ভ্রাতায় আমার অধিক প্রয়োজন, কেননা আজ তাহার দুরাবস্থা, আমি তাহাকে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করি? অদ্যই তাহার হস্ত ধারণ করার সময়, বাৎসল্য ভাবে তাহাকে উপদেশ দিব, নরকের পথ হইতে উদ্ধার করিব।” ইহুদী বংশীয় দুইটী যুবাবন্ধু এক পর্ব্বতের উপরে তপস্যা করিতেছিলেন। তাঁহাদেরমধ্যে একজন কিছু ক্রয় করিবার জন্য নগরে গিয়াছিল, দুর্ভাগ্য

ক্রমে সে এক গণিকাকে দেখিবা তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ে। সে সেই গণিকালয়েই থাকে। তাহার বন্ধু তাহার অনুসন্ধানে বাহির হন এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া তথায় তিনি যাইয়া উপস্থিত হন। সে লজ্জাবশতঃ বলে "আমি তোকে চিনি না।" তিনি বলিলেন ভাই! তুমি "কুণ্ঠিত হইও না, অদ্য তোমার প্রতি আমার যত স্নেহ জন্মিয়াছে, পুর্ব্বে এরূপ কখনও ছিল না।" ইহা বলিয়াই তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন। যখন সেই ব্যভিচারী পতিত ব্যক্তি বন্ধুর এরূপ অনুগ্রহ দেখিল, তখন বুঝিতে পারিল যে আমি তাঁহার স্নেহ দৃষ্টি হইতে বিচ্যুত হই নাই। গাত্রোত্থান করিল, আর পাপ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল ও বন্ধুর সঙ্গে চলিয়া গেল। মহর্ষি আবুয়ল দরওয়ার মতই পরিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট; তাহা অনুতাপের কারণ হইয়া থাকে। বাস্তবিক পতন ও দুর্ব্বলতার অবস্থাতেই ধর্ম্মবন্ধুর অধিকতর প্রয়োজন। সেই সময়ে কি প্রকারে বন্ধুকে পরিত্যাগকরা যায়। বন্ধু শোণিত সংসৃষ্ট ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যার ন্যায়। দোষ ত্রুটির জন্য তাঁহার প্রতি অনুগ্রহশূন্য হওয়া যায় না। ঈশ্বরের বাণী এই "তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় তোমার অবাধ্যতাচরণ করিলে তুমি তাহাদিগকে বলিও যে "আমি তোমাদের ব্যবহারের প্রতি অসন্তুষ্ট, তোমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট নাহ।" কেহ কেহ আবুএল দর্দ্দাকে বলিয়াছিল "তোমার ভ্রাতা পাপ করিতেছে, তুমি কেন তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা কর না?" তিনি উত্তর করিলেন "আমি তাহার পাপের প্রতি বিরক্ত আছি, কিন্তু সে আমার ভাই, তাহার প্রতি বিরক্ত হইতে পারি না।" বন্ধুতা না করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু বন্ধুতা করিয়া ভঙ্গ করা অকল্যাণ। প্রথমে একবার যে বন্ধুতা স্থাপন করা গিয়াছে, তাহার স্বত্ব পরি-

ত্যাগ করা যায়না। সকল ধর্ম্মজ্ঞানীই এই কথা বলিয়াছেন "যদি ভ্রাতা তোমার সম্বন্ধে ত্রুটি করে, তাহাকে তোমার ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।"

আপনাকে সকল বন্ধু অপেক্ষা অধম জানিবে। বন্ধুর নিকট কোন বিষয়ের আশা ও প্রার্থনা রাখিবে না। বন্ধুর সম্বন্ধে সমুদায় কর্ত্তব্য পালন করিবে। মহর্ষি জুনিদের নিকটে কেহ বলিয়াছিলেন যে "বর্ত্তমান সময়ে ভ্রাতা দুর্ল্লভ।" তাহাতে জুনিদ বলেন "যদি তুমি এমন লোক চাও যে তোমার সেবা ও সহানুভুতি করে তাহা হইলে অবশ্য দুর্ল্লভ। কিন্তু যদি তুমি সেবা ও সহানুভুতি কর এরূপ লোকের প্রার্থী, তাহার অভাব নাই।" ধার্ম্মিক লোকেরা বলিয়াছেন যে "যেব্যক্তি আপনাকে বন্ধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিবে সে অপরাধী হইবে। যে ব্যক্তি বন্ধুর তুল্য মনে করিবে সে অসুখী হইবে। যে জন আপনাকে বন্ধু অপেক্ষা নিকৃষ্ট জানিবে সে এবং তাহার বন্ধু উভয়েই সুখ শান্তিতে থাকিবে।"

আপন বন্ধুকে জীবদ্দশায় এবং তাহার মৃত্যুর পর প্রর্থনার সহিত স্মরণ করিবে। যেরূপ স্বীয় পুত্র কন্যাদির কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া থাক, তদ্রূপ বন্ধুর স্ত্রীপুত্রাদিরও মঙ্গল উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিবে। প্রকৃতপক্ষে এইপ্রর্থনা নিজের সম্বন্ধেও হয়। মহাত্মামহোম্মদ বলিয়াছেন যে, "যেব্যক্তি যখন স্বীয় ভ্রাতার নিমিত্ত তাহার অসাক্ষাতে প্রার্থনা করে, তখন দেবতারা বলেন "তুমি বন্ধুর জন্য যাহা প্রার্থনা করিতেছ তোমারও তাহা লাভ হইবে।" কোন ধর্ম্মপুস্তকে উক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর বলিয়াছেন "হেবন্ধুর জন্য প্রার্থনাকারিন্। আমি অগ্রে তোমার মঙ্গল সাধন করিব, পরে তোমার বন্ধুর।" মহাত্মা মহোম্মদ বলিয়াছেন "পরোক্ষে বন্ধুর জন্য যে প্রার্থনা হয়, ঈশ্বর তাহা অগ্রাহ্য

করেন না।” দরবেশ আবুয়েল দর্দ্দা বলিয়াছেন যে,“আমি প্রণা-মের সময় সত্তরজন বন্ধুর নাম করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করি।” ধার্ম্মিক লোকেরা বলিয়াছেন “তোমার মৃত্যুর পর যখন উত্তরাধিকারী তোমার ধন সামগ্রী সংগ্রহে প্রবৃত্ত থা-কিবে, তখন যিনি তোমার জন্য প্রার্থনা করিতে থাকেন, তি-নিই তোমার বন্ধু।” মহাত্মা মহোম্মদ বলিয়াছেন,“জলনিমগ্ন ব্যক্তি যেমন সাহায্যের জন্য প্রার্থী হয়, মৃত ব্যক্তির আত্মা তদ্রূপ স্ত্রী পুত্র ও বন্ধুর প্রার্থনার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, স্ত্রী পুত্রাদির প্রা-র্থনা আলোকপুঞ্জ রূপে মৃত ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হয়।” ধর্ম্ম পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে যে দেবতারা প্রার্থনাকে জ্যোতির্ম্ময় পাত্রে স্থাপন করিয়া মৃত ব্যক্তির আত্মার নিকটে উপস্থিত করেন, এবং বলেন “ইহা অমুক ব্যক্তির উপহার।” জীবিত ব্যক্তি যেমন কোন উপাদেয় বস্তু উপহার পাইলে সন্তুষ্ট হয়, মৃত ব্যক্তিও প্রা-র্থনাতে তদ্রূপ সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে।

সম্পূর্ণ।

———০———

শ্রীনবীনচন্দ্র দে প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।